[illegible]

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রকাশক

ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স,

১২।১ নং মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

প্রকাশক
শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স
১২।১ নং মদন মিত্রের লেন,
কলিকাতা।

নিউ সরস্বতী প্রেস,
২৫।এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

আমার

প্রদত্ত হইল।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক

বন্ধুবর

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এর

কর কমলে

সাদরে

অর্পিত হইল।

নিবেদন।

ভাই চিরকালই ভায়ের মিত্র, এবং সর্ব্বদাই সাহায্য করিতে প্রস্তুত; কিন্তু এ কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি কখন প্রকাশিত হইত না যদি আমার দেবোপম দাদা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুগত কনিষ্ঠ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থব্যয় না করিতেন। এক্ষেত্রে আরও স্বীকার করিতে চাহি যে আমার অন্য দুই কনিষ্ঠ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ এবং শ্রীভূপেন্দ্রনাথ এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

ইতি

গ্রন্থকার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীছাড়া ঘরে মা ষষ্ঠীর দয়া অশেষ। দরিদ্র ভোলানাথ অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলে তাঁহার ভগ্নী সারদাসুন্দরী ভ্রাতুষ্পুত্র হরিধনকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া গিয়া মানুষ করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য অতি সংক্রামক। অনতিবিলম্বে সারদা বিধবা হইলেন। এবং শ্বশুরকুলের বিপুল সম্পত্তির স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও নিজেকে কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকারী জানিয়া হরিধনকে তিনি অনিচ্ছায় দাদার কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

আজ সন্ধ্যাবেলা যোগেশ আসিয়া সারদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বউদি, হরিধনকে আর দেখতে পাই

না কেন গো?” সারদা সহসা এ প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া যোগেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল,—“আমি সবই বুঝতে পেরেছি, বৌদি, কিন্তু তুমি মনে ক'রো না দাদার সঙ্গে তোমার সব গেছে। আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। তুমি আমাদের যে যত্ন কর বউদি, তা সামান্য টাকা দিয়ে শোধ করা যাবে না। হরিধনকে তুমি নিয়ে এস। তাকে আমি তোমারি ছেলে বলে বিষয় ভাগ করে দেব।”

সারদা এতক্ষণ যোগেশের মুখপানে বিস্ময়ে চাহিয়াছিলেন। কথা শেষ হইলে দেবরের উদারতায় তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“তুমি যে এত ভালবাস তা জানি না ঠাকুরপো। আমারই দোষ হ'য়েছে।” সারদার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

যোগেশ বলিল,—“কেন বউদি, এ ভালবাসা ত তুমিই আমাদের শিখিয়ে দিয়েছ। শেখা জিনিষ কি এত শীগ্‌গির ভোলা যায়? দোষ স্বীকার করেছ তাই কিছু বলতে পারছি না। নইলে দেখ্‌তে তোমার সংসারে আমি একদণ্ডও থাক্‌তাম না। একি আমার সংসার বৌদি? আমার স্ত্রী,

আমার ছেলে, সবই ত তোমার। এত পর ভাবা তোমার উচিত হয়নি। চিরকাল মার মত স্নেহ করে আমাদের মানুষ ক'রে এসেছ, এখন হাঁটতে শিখেছি বলে তোমার কোলে কি বসতে ইচ্ছে করে না?"

সারদা আর থাকিতে পারিলেন না। নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। যোগেশ ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহার পা'দুটি ধরিয়া করুণভাবে বলিল,—"বউদি, ক্ষমা কর। তোমায় অনেক কথা বলে ফেলেছি। মা'র প্রাণ নিয়ে একবার বুঝে দেখ আমার কত কষ্ট হ'য়েছে।"

আঁচলে চোখ মুছিয়া সারদা বলিলেন,—"ঠাকুরপো দোষ ত তোমার নয় ভাই। আমারই ভুল হয়েছে" বলিয়া লজ্জায় ও অনুতাপে মুখ নত করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন। যোগেশও তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

স্বামীর এরূপ ব্যবহারে কুন্দ বড় অসন্তুষ্ট হইল। সে ভাবিয়াছিল,—সারদার যখন ছেলে মেয়ে হয় নাই, সমস্ত সম্পত্তি তাহারই একমাত্র পুত্র শশীভূষণ পাইবে। কিন্তু যোগেশের মুখে হরিধনকে বিষয় দেওয়ার কথা শুনিয়া সে

বড় উদ্বিগ্ন হইয়া স্বামীর নির্বুদ্ধিতাকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই গৃহশত্রু হরিধনকে সে বহিষ্কৃত করিবে। সারদা যে তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করেন সে কথা সে নিজের মনে অস্বীকার করিতে পারিল না, এবং হরিধনের প্রতি প্রকাশ্যভাবে অত্যাচার করিলে যোগেশ যে বিরক্ত হইবে সে বিষয়েও তাহার সন্দেহ নাই। কুবুদ্ধি হিংসার প্রতিপোষক। কুন্দ স্থির করিল,—হরিধনকে অতিরিক্ত আদর দিয়া মাটি করিয়া ফেলিয়া স্বামীর চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিবে।

হরিধন আসিলে যোগেশ তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একটি মাষ্টারও নিযুক্ত করিল।

আজ সকালে বাড়ীর চাকর নিধিরাম আসিয়া হরিধনকে ডাকিয়া বলিল,—"দাদাবাবু, মাষ্টার মশাই এসেছেন।" হরিধন তখন কুন্দের কাছে বসিয়া গল্প শুনিতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল,—"মাষ্টার মশাইকে বসতে বল। একটু পরে যাচ্চি।"

সারদা যদিও সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, পালিত পুত্রের কথা শুনিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া

তিরস্কারের কণ্ঠে বলিলেন,—"মাষ্টার মশাই কি তোর চাকর যে বসে থাকবেন? কি করছিস্ এখানে? যা, পড়তে যা।"

কুন্দ সরোষে বলিয়া উঠিল,—"দিদির এক কথা! ছেলেমানুষকে অমন করে বল্‌তে আছে? দিনরাত পড় পড় করে ছেলেটাকে একটু বাড়তে দিলে না।"

হরিধনের প্রতি কুন্দের এতাদৃশ স্নেহ দেখিয়া সারদা আনন্দিত হইলেন। বলিলেন,—"পরের ছেলে ভাই, খারাপ হ'য়ে গেলে, আমাকেই সকলে মন্দ বল্‌বে।"

কুন্দ মুখ ভার করিয়া বলিল,—"তবে বুঝি আমিই তোমার ছেলেকে খারাপ করে দিচ্ছি? ওরে যা—যা, আর কখনও আমার কাছে আসিস্ নি।"

সারদার বড় ভয় হইল। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"রাগ করছিস্ কেন ছোট বৌ? তোকে কি এমন কথা বল্‌তে পারি! আমি খুব ভাল জানি হরিধনকে তুই কি রকম ভালবাসিস্। তবে কি জানিস্ ভাই, ওর বাপমাই তখন আমায় দুষবে।"

ইতিমধ্যে কুন্দও ভাবিয়া লইয়াছিল,—সকালে গল্প করার কথা শুনিয়া যোগেশ অসন্তুষ্ট হইবে এবং এরূপ

কলহে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সে কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কেউ তোমায় দুষবে না, দিদি। আমরা কি দেখতে পাচ্চি না, কি যত্নে তুমি ওকে মানুষ করছো, লোকের মা বাপও এমন পারে না। আর ও-ই বা নষ্ট হবে কেন? ও ত বোকা ছেলে নয়,—বেশ বুদ্ধিমান্!"

নানাবিধ প্রশংসার কথা শুনিয়া সারদা গলিয়া গেলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তবে তুই যা ভাল বুঝিস্ কর বোন্।" সারদা চলিয়া গেলেন।

কুন্দের কৃত্রিম আদরের অর্থ না বুঝিয়া হরিধন তাহাকে অধিক আপনার ভাবিয়া সারদাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল; এমন কি সামান্য কারণে ঝগড়া করিয়া শশিভূষণকেও সে মারপিট করিত।

দুপুরবেলা নিজের ঘরে বসিয়া উন্মুক্ত জানালার পানে চাহিয়া কুন্দ নিজের কুচিন্তা করিতেছিল। শশিভূষণ আসিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"মা, দাদা আমায় মারলে।" কুন্দ তাহার একমাত্র ছেলেকে প্রাণের অধিক ভালবাসিলেও হরিধনকে কিছু না বলিয়া শশিভূষণের কাণে চুপি চুপি বলিল,— "তোর বাপের কাছে বল্‌গে যা।" শশিভূষণ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

ছেলের কথা শুনিয়া হরিধনকে দোষী বিবেচনা করিয়াও যোগেশ বউদির ভয়ে কিছু বলিতে পারিল না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় অসন্তুষ্ট হইল। শশিভূষণ কাহারও কাছে সহানুভূতি না পাইয়া অভিমানভরে ভিতরে আসিলে সারদা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদছিস্ কেনরে শশী? হরি বুঝি তোকে মেরেছে?"

"হাঁ জ্যোঠাইমা," বলিয়া শশিভূষণ আরও কাঁদিয়া ফেলিল।

সারদা শশিভূষণকে বড় স্নেহ করেন। হরিধনকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শশীকে মেরেছিস্ কেন?" হরিধন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—"বেশ করব, তোমার কি?"

রুক্ষস্বর শুনিয়া সারদার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহার একটি কাণ ধরিয়া টানিয়া বলিলেন,—"কি এত বড় কথা? বয়সের সঙ্গে তোর বুদ্ধি বাড়ছে? মেরেছিস্ কেন বল্, নইলে আজ তোকে মেরে ফেলব।"

সারদার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া কুন্দ বাহিরে আসিয়া বলিল,—"কি হ'য়েছে দিদি, ওকে অমন করে মারছ

কেন ?" সারদা বলিলেন,—"তুই আর আদর দিস্ নি বোন্, ও বড় পাজি হয়েছে।"

"আহা, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। বড় হ'লে সব শুধ্‌রে যাবে।" কুন্দ আসিয়া হরিধনের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। বৈঠকখানায় বসিয়া স্ত্রীর কথা শুনিয়া যোগেশ ভাবিল,—তার বৌদিও যেমন, স্ত্রীও তেমি। হরিধনের প্রতি কুন্দের ভালবাসা দেখিয়া সে নিজেকে ধন্য বিবেচনা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিধনের বিরুদ্ধে কুন্দ যে কি ভীষণ চাতুরী খেলিতেছিল, সে কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। সারদা ভাবিলেন কুন্দ তাঁহার পালিত পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করে এবং যোগেশ ভাবিল, হরিধন অতি পাজি ছেলে।

আজ বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া কুন্দের কাছে গিয়া হরিধন বলিল,—"দুটো পয়সা দেবে ছোট পীসি?"

কুন্দ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করবি?"

"মারবেল কিনব।"

কুন্দ তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল,—"মারবেল খেলতে পারিস তুই?"

মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিয়াই হরিধন তাহার পকেট হইতে দু'টি মারবেল বাহির করিয়া ঘরের মেজের উপর রাখিয়া খেলিতে লাগিল,—"এই দেখ জ্যেঠাইমা—থী, সিক্স, নাইন—এঃ ফসকে গেল!"

কুন্দ বলিল,—"বেশ ত শিখেছিস্। তা মারবেল ত রয়েছে, তোর আবার পয়সা কি হবে?"

"এ আমার মারবেল নয়, একজন ছেলের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।"

কুন্দের নিকট পয়সা পাইয়া হরিধন হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে বাহিরে চলিয়া গেল।

আজ কয়েকদিন হইল হরিধন কুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া মাষ্টারকে ফাঁকী দিয়া মারবেল খেলায় উন্মত্ত হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা যোগেশ বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখিল, হরিধন কতকগুলি ছোটলোকের ছেলের সহিত অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করিতেছে। তাহার এরূপ অধঃপতন দেখিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। বাড়ী আসিয়া সারদার কাছে গিয়া বলিল,—"বউদি তোমার ছেলের উপর আমার কোন দাবী আছে কি না বল?"

সারদা তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিতস্বরে বলিলেন,—"নিশ্চয়ই আছে। তোমার ছেলের উপর যখন আমার জোর আছে, আমার ছেলের উপর তোমার থাকবে না কেন? এই জোর থাকাই ত সংসারের বন্ধন ঠাকুরপো!"

"তবে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আজ একটু শিক্ষা দিয়ে দেব। দেখে এলুম কতকগুলো ছোটলোকের ছেলের সঙ্গে সে এমন অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করছে, বউদি, সে শুন্‌লে তুমি কাণে আঙ্গুল দেবে।"

সারদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"হরিধন কি তাহ'লে মাষ্টারের কাছে পড়ে না?"

"কি জানি বউদি নিশ্চয়ই ফাঁকী দেয়। এত যত্নে মানুষ করে শেষে যে তুমি জ্বলে পুড়ে মরবে তা আমি দেখতে পার্‌ব না।"

পালিত পুত্রের প্রতি সারদার বড় রাগ হইল। সে যে উৎসন্ন যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কুপিত কণ্ঠে বলিলেন,—"হরিধনকে তুমি যেমন করে পার শিক্ষা দাও, আমার কোন আপত্তি নেই।"

হরিধন বাড়ী আসিলে যোগেশ তাহাকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে প্রহার আরম্ভ করিল। তাহার করুণ চীৎকারে সারদা অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্যস্তভাবে ছুটিয়া গিয়া অর্দ্ধপথেই তাঁহার মনে হইল যোগেশ হয়ত লজ্জা পাইবে। স্নেহের অনুরোধে কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না

করিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ তাঁর ভগ্নীকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের কুশল সংবাদ লইতেন। আজও তিনি এখানে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে পিতাকে দেখিয়া হরিধন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভোলানাথ ছেলেটিকে বড় ভালবাসেন। ত্রস্তভাবে আসিয়া পুত্রকে ঘরের মধ্যে চাবিবন্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সারদা আসিয়া বলিলেন,—"হরি বড় দুষ্ট হয়েছে দাদা, তাই দেওরকে বলে আজ আমি ওকে বন্ধ করেছি।"

যোগশ এতক্ষণ নিজের ঘরে আসিয়াছিল। রাগের মাথায় হরিধনকে যে সে অতি নির্দ্দয় প্রহার করিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে মনে সে অনুতপ্ত হইল এবং ভোলানাথের সম্মুখে কেমন করিয়া বাহির হইবে ভাবিয়া লজ্জিত হইল। সারদা আসিয়া বলিলেন,— "ঠাকুরপো, চাবিটা দাও ত।"

হরিধনের শরীরে প্রহারের চিহ্নগুলি রক্তবর্ণ হইয়া যেন পিতৃস্নেহের উপর কষাঘাত করিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে মনের আবেগ রুদ্ধ করিয়া সারদার

পানে চাহিয়া শ্লেষভরে বলিলেন,—"খেতে দিস্ বটে, কিন্তু দামও তুলে নিস্।"

সারদার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। গভীর বিষাদে তাঁহার চক্ষু দু'টি ছল-ছল করিতে লাগিল। ভোলা-নাথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া হরিধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আয় বাড়ী যাই। পান্তা ভাত খেয়ে তোরা মানুষ হয়েছিস্, গরম ভাতের তাত তোদের সইবে না।" ভোলানাথ কাহারও সঙ্গে আর কোন কথা না কহিয়া হরিধনকে লইয়া গেলেন।

সারদা কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অভিমান ভরে যোগেশের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—"পরের ছেলেকে এমন করে মারতে আছে ঠাকুরপো?" তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল।

ভোলানাথের কথায় যোগেশ বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। বলিল,—"তা জানিনা বউদি। আমি মনে করেছিলাম, হরিধন তোমার ছেলে।"

যোগেশের বিনীত কথা শুনিয়া সারদা একটু আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু পালিত পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিশেষ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এমন নির্দ্দয়ভাবে কেউ যে

কাহাকেও মারিতে পারে এ ধারণা তাঁহার ছিল না। দাদার কথায় যদিও তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। সারদা ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—"তা ব'লে তোমারও এমন করে মারা ভাল হয় নি।" রাগে দুঃখে কক্ষত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কুন্দ আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—'এখন বুঝ্‌লে ত? পর কখনও আপনার হয় না। তুমি তাকে যত্ন করে পড়াচ্চ, আমি তাকে খাওয়াচ্ছি পরাচ্চি, তবু দিদির মন ওঠে না। ভাই যে এত বড় কথাটা বলে গেল তা'তে তাঁর রাগ হ'ল না, আর তুমি যে তাদেরই ভালর জন্যে একটু মেরেছ সেইটেই দোষের হ'ল।"

স্ত্রীর কথায় উত্তেজিত হইয়া যোগেশ বলিল,—"যা বলেছ কুন্দ—পর কখন আপনার হয় না। এবার বিষয়টাকে ভাগ করে দিই, ওঁদের যা ইচ্ছা হয় করুন।"

মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কুন্দ বলিল,—"বিষয় ভাগ করে দিতে চাও দেবে,—তোমার বিষয়—আমি তার কি বলবো? তা বিবেচনাও কত্তে হয়,—ছেলে যা হয়ে উঠছে, দুদিনে সব উড়িয়ে দেবে। তুমি খুব ভাল, তাই এমন কথা

বল্‌ছ। অন্য কেউ হ'লে একটা কাণা কড়িও হাতে তুলে দিত না।"

শশিভূষণ কুকুর দেখিলে বড় ভয় পাইত। এই সময় কোথাকার একটা কুকুরকে দেখিয়া ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর আসিতে পড়িয়া গিয়া তাহার হাঁটু কাটিয়া গিয়াছে। সারদা তাহার চীৎকার শুনিয়া ব্যস্তভাবে বাহিরে গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন,—"নিধে কোথায় গেল? ছেলেটাকে কি একটু দেখ্‌তে পারে না!"

কুন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে দিদি?"

"দেখ না, কোথাকার একটা কুকুরকে দেখে বাছা একেবারে খুন হ'য়ে গেছে।" সম্মুখে নিধিরামকে দেখিতে পাইয়া সরোষে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"নিধে, কোথায় ছিলি তুই? একটু কি তোর আক্কেল বুদ্ধি নেই!"

নিধিরাম প্রথমটা হতবুদ্ধির মত তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া পরে নিজের কাজে চলিয়া গেল; সে জানিত সারদা যতই রুষ্ট হ'ন না কেন, তিনি পরের অনিষ্ট করিতে জানেন না।

বউদির কথা শুনিয়া যোগেশ অতীত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া

হাসিয়া বলিল,—"বউদির কথা শুনলে হাসি পায়। নিধে কি দিনরাত পাড়ার কুকুর তাড়িয়ে বেড়াবে?"

স্বামীর কথা শেষ না হইতেই কুন্দ তাহার কুট বুদ্ধি খাটাইয়া বলিল,—"তুমি অত রাগ করছ কেন? দিদি ত কোন মন্দ কথা বলেন নি। তোমারই ছেলে, যদি কুকুরে কামড়ে দিত কি হ'ত বল দেখি?"

সারদা এতক্ষণ শশিভূষণের ক্ষতস্থানে জলপটী বাঁধিয়া দিতেছিলেন। কুন্দের কথা শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, যোগেশ তাঁহার কথায় রাগ ক'রেছে। দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"আমি যা করি তাই মন্দ। বাড়ীতে একটা ছেলে, তার এত অযত্ন কেন? লোকে যে কত সাধনা করে পায় না। এ ত গাছপালা নয় যে মাটীতে পড়ে মানুষ হবে। আমি এ সব সইতে পারব না। হয় আর একটা চাকর রাখ, ছোট বউ, না হয় আমি কোথাও চলে যাই।"

শশিভূষণকে লইয়া সারদার এমন ঝগড়া যোগেশের কাছে নূতন নয়। সে কুন্দের পানে চাহিয়া আবার হাসিয়া বলিল,—"কেন তুমি বউদিকে অমন ক্ষেপিয়ে তোল বল দেখি? ঠাট্টা বিদ্রূপ উনি বুঝতে পারেন না, মনে করেন সত্যই আমি ওঁকে কটু বলেছি।"

কুন্দ বলিল,—"দিদি কি পাগল, যে লোকের কথায় ক্ষেপে উঠবেন! অমন নিষ্ঠুর কথা কি বলতে আছে? পাগলের চেয়ে গালাগাল যে আর নেই। উনি নেহাত ভাল মানুষ, তাই এত সহ্য করেন। ও কথা বলা তোমার ভাল হয় নি।

সারদা চক্ষু দু'টিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া ভারি গলায় বলিলেন,—"জানি বউ, অদৃষ্ট যখন ভেঙ্গেছে, অনেক কথা আমাকে শুনতে হবে। শশীকে একটু ভালবাসি, তাই পাগল হয়ে গেলাম। আমার মরণই ভাল। ম'লে আর দেখতে আসব না কেমন করে তোদের ছেলে মানুষ হচ্ছে।"

সারদাকে কাঁদিতে দেখিয়া যোগেশের বড় দুঃখ হইল—সামান্য পরিহাসও তিনি বুঝিতে পারেন না। কিন্তু কুন্দ বুঝিল, এই ভাবে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিতে পারে এবং ভবিষ্যতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ভোলানাথের জীর্ণ খড়ের চাল ভেদ করিয়া অবারিত বারিরাশি দারিদ্র্যকে উপহাস করিতে লাগিল। পুত্র কন্যার অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথের স্ত্রী, কুসুম, কুপিতকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমার জন্যেই ত আমার এত জ্বালা। ছেলেটা ছিল সুখে, ঝগড়া করে নিয়ে এসে কি লাভ হ'ল? ঠাকুরঝির মত মানুষ কি আর হয়? তার দেওরই বা কি মন্দ? হরিকে সে বিষয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিল। দুটো দিন সবুর করলে রাজার হালে আমাদের সংসার চলত।"

ঘরের একটি কোণে বসিয়া ভোলানাথ তামাক টানিতেছিলেন এবং ধূমরাশির সঙ্গে স্ত্রীর তিরস্কার উড়াইয়া দিতেছিলেন। হরিধনের ছোট ভাই রামধন কাঁদিয়া বলিল,—"মা, ঘুম পেয়েছে।"

কুসুম সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মনের আবেগে বলিতে লাগিলেন,—"একটু সে মেরেছিল, তা কি

হ'য়েছে ? যে মানুষ করবার ভার নিয়েছে, তার কি এটুকু ক্ষমতাও থাকবে না ? ছেলে দুষ্টু হয়ে গেলে তাকে শাসন করা চাই বইকি ? তুমি যে কতদিন রেমো শেমোকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দাও। কেবল পরের বেলাই বুঝি দোষ হয়।"

রায়ের ছোট শ্যামধন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিল। গায়ে জল পড়িতে জাগিয়া উঠিয়া কাতরভাবে বলিল,—"মা, জল পড়ছে যে,—কোথায় শোব ?"

কুসুম পূর্ব্বের মত মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আদর জানান হ'ল। ঘটে বুদ্ধি না থাকলেই এই রকম হয়!"

ভোলানাথ স্ত্রীর কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"মিছে বক্ বক্ করছ কেন, ছেলেগুলোকে একটু ঘুমুবার ব্যবস্থা করে দাও না ?"

স্বামীর কথায় কুসুম জ্বলিয়া উঠিলেন। তীব্রকণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি করে দাও না ? বসে বসে ত তামাক টানছ। ছেলেপিলে মানুষ করবার যদি ক্ষমতা নেই, বিয়ে করেছিলে কেন ? সারা বছরটা ব'লে এলুম চালটায় দুটো খড়ের গুঁজি দাও, এখন আমার উপর রাগ করলে কি হবে ?"

এইবার হরিধন জাগিয়া উঠিল। সে চিরকাল সুখের কোলে মানুষ হইয়াছে, এত কষ্ট তাহার সহ্য হইবে কেন? কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"বাবা, কাল আমি পীসিমার কাছে চলে যাব, এখানে থাকৃতে বড় কষ্ট হয়।"

কুসুম তাহার কথা শুনিয়া রাগে অধীর হইয়া বলিলেন,—"তুই ত সকল অনিষ্টের মূল। এখন জব্দ হ। আর তোকে পীসিমার কাছে পাঠাব? এবার রেমোকে পাঠিয়ে দেব।"

মায়ের কথা শুনিয়া হরিধন বিপদ গণিল। রাম সাহস পাইয়া আব্দার করিয়া বলিল,—"মা, দাদাকে আর পাঠিও না, এবার আমি যাব।"

ভাইকে সুখের পথে অন্তরায় দেখিয়া হরিধন উত্তপ্ত হইয়া রামের গালে ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া বলিল,—"মুখপোড়া ছেলে, তুমি যাবে সেখানে?"

হরিধনের এই উদ্ধত স্বভাব কুন্দের কৃত্রিম আদরের কুফল। কুসুম প্রথম হইতেই বড়ছেলের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এখন তাহার অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের একটা কোণ

হইতে একটা ভাঙ্গা ছাতি লইয়া আসিয়া তাহাকে বিশেষ-রূপে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ হরিধনকে বড় ভালবাসেন, আবার স্ত্রীকেও যথেষ্ট ভয় করেন। রুদ্রমূর্ত্তি কুসুমের গতিরোধ করিতে গেলে হয় ত বিপদে পড়িয়া যাইবেন, ভাবিয়া কাছে আসিয়া কাতরভাবে বলিলেন,—"আর মের না। ওর কিছু দোষ নেই। সবই আমার অদৃষ্ট। ইচ্ছে হয় আমাকে মার।"

স্বামীর আনুগত্য দেখিয়া কুসুম একটু শান্ত হইলেন। হরিধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কেমন এখন বুঝলি? দুষ্টু ছেলেকে বাপমায়েও দেখ্‌তে পারে না।"

ভোলানাথ গভীর বিষাদে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিয়া গেল। কুসুম ঘরের জল মুছিয়া, কাঁথা পাতিয়া, ছেলেদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

প্রভাতে সারদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুসুম একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরঝি যে, এত সকালে কি মনে করে?"

সারদা হাসিয়া বলিলেন,—"হরিধন ভাল আছে ত?"

কুসুম মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—ভাল আছে। পরে

বলিলেন,—"এমন অসময়ে এলে যে? ওখানে কোন
গোলমাল হয়নি ত?"

সারদা হাসিয়া বলিলেন,—"গোলমালের লোক ত
ওখানে কেউ নেই ভাই। যেমন দেওর তেম্নি তার বউ।
হরিকে দিনরাত বুকে তুলে রেখেছিল। হঠাৎ কাল রাত্রে
দুঃস্বপ্ন দেখে মন খারাপ হ'য়ে গেল, তাই রাত না
পোয়াতেই ছুটে এলুম।"

"তা বেশ করেছ! এখন এখানে দু'দিন থাকবে ত?"

"না ভাই থাক্‌লে কি চলে? সংসার আমারই
ঘাড়ে। আবার শশিকেও মানুষ করতে হয়। বউটা
নেহাত ছেলেমানুষ। সংসারের কিছুই জানে না।"

এই সময় ভোলানাথ আসিয়া একটু সলজ্জভাবে
জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রে সারদা, কখন এলি?"
ভোলানাথ ভাবিয়াছিলেন,—সারদা তাঁহারই সহিত ঝগড়া
করিতে আসিয়াছে। ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প হইতেছিল।
কিন্তু সারদা অতি সহজভাবে বলিলেন,—"এই এলুম,
দাদা। হরিধনকে নিয়ে যাব।"

ভোলানাথ হাঁফ ছাড়িয়া বুকের ভার লাঘব করিয়া
হতাশ ভাবে বলিলেন,—"যা, এখনি নিয়ে যা। এখানে

থাক্‌লে দুটোদিনও বাঁচবে না।” গত রাত্রের ঘটনা স্মরণ করিয়া ভোলানাথের চক্ষুদু’টি ভিজিয়া উঠিল।

দাদার মুখপানে চাহিয়া সারদা একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন দাদা, কি হয়েছে ?”

মনের দুঃখ কোন মতে চাপিয়া ভোলানাথ বলিলেন—“কি আর হবে বোন ? গরীবের যা হয়ে থাকে—অর্থাভাবে আত্ম-কলহ।”

কুসুম ভাবিলেন, ভোলানাথ যখন কল্যকার কথা তুলিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই সারদাকে সব প্রকাশ করিয়া বলিবেন। তাড়াতাড়ি নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য মুখচোখ রাঙ্গা করিয়া স্বভাবসুলভ কর্কশকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—“অমন মিথ্যে কথা ব’লো না, এখনও চন্দ্রসূর্য্য উঠছে। আমি প্রথমে ঝগড়া কর্‌তে গিয়েছিলুম ?” সারদার পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—“শোন ঠাকুরঝি, ব্যাপারটা বলি। কাল রাত্রে ঘরে বড় জল পড়্‌ছিল। ছেলেগুলো ঘুমভেঙ্গে উঠে কাঁদতে লাগ্‌ল। হ্যাঁ গা, হাজার হ’ক আমি মা, গরীব বলে কি আর কম ব্যথা লাগ্‌বে ? তাদের অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ’ল। নিজের মনে তাই দুঃখের কথা বল্‌ছিলুম। উনি শুন্‌তে

পেয়ে তেড়ে উঠে বললেন—মিছে বক্ বক্ করছ কেন ? বল ত দিদি একথা বলা কি ওঁর ভাল হয়েছে ? আমি না হয় পরই আছি। কিন্তু উচিত কথা ত বল্‌তে হবে।” কুসুমের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

ভোলানাথ ভগ্নীকে সম্মুখে দেখিয়া সাহসভরে বলিলেন,—“সব মিথ্যে কথা সারদা। ও আমায় বল্লে কি জানিস্? লজ্জার কথা। স্বামীকে বোধ হয় কোন স্ত্রী এমন ক’রে বলে না।”

ভোলানাথকে বাধা দিয়া কুসুম বলিয়া উঠিলেন,—“আহা, খুব বাড়াও খুব বাড়াও। সত্যি বল্‌ছি ঠাকুরঝি, আমি ওসব কিছু বলিনি। তোমার পা ছুঁয়েও বল্‌তে পারি।” রাগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কুসুম ছুটিয়া গিয়া সারদার পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সারদা ব্যস্তভাবে সরিয়া গিয়া বলিলেন,—“কি কর বউদি ? এতে যে আমার মহাপাপ হবে।”

স্ত্রী যে রীতিমত শিক্ষা পাইয়াছে তাহাতে ভোলানাথের সন্দেহ রহিল না। কিন্তু আর একটু শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—“সারদা, তুই দিনকতক থাক। শীগ্‌গীরই বুঝ্‌তে পার্‌বি কে কেমন লোক।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক'দিন ধরে শরীরটা খারাপ হইয়া আজ সন্ধ্যাকালে প্রকাশ্যভাবে যোগেশের জ্বর হইল। কুন্দ আসিয়া কাছে বসিয়া সেই পুরাতন কূটবুদ্ধির আশ্রয় লইয়া বলিল,—"দিদির কি আক্কেল? জানেন ত সংসারে আমি একা। এখন কোন্ দিক করি? কোলে ছেলে, তার উপর তুমিও পড়লে। রোগীর সেবা কর্‌ব না সংসার দেখব?" বলিতে বলিতে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া হঠাৎ সুর বদলাইয়া বলিল,—"তাঁরও দোষ দিতে পারি না। হয় ত হরিধনের মা আস্‌তে দেয় নি। অমন লোক পেলে কি কেউ ছাড়্‌তে চায়? যখন এখানে ছিলেন, মনে হ'ত আমি পর্ব্বতের আড়ালে আছি।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া যোগেশ বলিল,—"তাঁকে একখানা চিঠি দাও।"

"আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম।"

এই সময় নিধিরাম আসিয়া কুন্দের হাতে একখানি চিঠি দিল। তাহা খুলিয়া কুন্দ দেখিল সারদা লিখিয়াছেন। স্বামীর

মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"বাবা পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্চেন, আমায় নিয়ে যেতে চান।"

যোগেশ বলিল—"তোমার বাবার চিঠি? আমি মনে কর্যেছিলুম বৌদি দিয়েছেন।"

কুন্দ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

চিঠিতে লেখা ছিল,—"ভাই ছোট বউ গোটা দশেক টাকা পাঠিয়ে দিস্। এঁদের বড় দুরবস্থা। এমন পয়সাও নেই যে গাড়ী ভাড়া করে চলে যাব। শশীভূষণ বোধ হয় আমার জন্যে কত কাঁদে? নিধিকে দিয়ে যত শীগ্‌গীর পারিস টাকা পাঠিয়ে দিস্।" চিঠি পড়িয়া কুন্দ একটু হাসিল।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। যোগেশ অস্থির হইয়া কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌদিকে লিখে দিলে?"

কুন্দ মিথ্যা করিয়া বলিল,—"হাঁ, এখনও কোন জবাব পাই নি।"

বিছানায় শুইয়া নিমিলিত নয়নে যোগেশ একটু হতাশভাবে বলিল,—"বোধ হয় চিঠি মারা গেছে। আর একখানা দাও।"

কুন্দ অভিমানের স্বরে বলিয়া উঠিল,—"সে কথা

কি আর তোমায় বল্‌তে হবে? নিধিকে আমি খাম আন্‌তে পাঠিয়েছি।"

আরও দুইদিন কাটিয়া গেল। যোগেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌদির কোন খবর পেলে?"

কুন্দ বিষণ্ণভাবে উত্তর দিল,—"কই, কিছুই ত পেলুম না।" বলিয়া স্বামীর নিকট হইতে কিছু শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া সে থামিল। কিন্তু তাঁহাকে তেমনি নীরব দেখিয়া পুনরায় কহিল,—"বোধ হয় তোমার উপর তাঁর রাগ হয়েছে।" যোগেশ অর্দ্ধতন্দ্রা অবস্থাতেই চকিতে প্রতিবাদ করিল,—"কেন?"

কুন্দ একটু স্তম্ভিত হইল। পরে বলিল,—"সে দিন অমন করে হরিধনকে মারা তোমার ভাল হয় নি। হাজার হ'ক, দিদি তাকে বুকে ধরে মানুষ করেছেন। একটা মায়া পড়ে ত? তাঁর মনে কি কষ্ট হয় নি? নিশ্চয়ই হয়েছে।"

কথাগুলি এত বিষমাখান যে শুনিবামাত্রই যোগেশের মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল। সে ক্রমাগত ভাবিতে লাগিল তাই ত, বউদির মনে কষ্ট দিলুম।

কুন্দ নির্ব্বিকারচিত্তে দেখিতে লাগিল, যোগেশের ম্লান গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে।

যোগেশ পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে গভীর মর্ম্মবেদনার উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিল,—"উঃ।"

কুন্দ চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল মাথার যন্ত্রণাই তাহাকে কষ্ট দিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল,—"মাথায় কি একটু জল দেব ?"

যোগেশ বলিল,—"না।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—"নিধিকে বৌদির কাছে পাঠিয়ে দাও। তাঁকে নিয়ে আসুক।"

কুন্দ বলিল,—"আচ্ছা।"

সকালে নিধিরামকে ডাকিয়া গোপনে তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া কুন্দ বলিল,—"দেখ্ নিধি, বাবু যখন জিজ্ঞাসা করবেন—বড়মার খবর কি, তুই বলিস—ভাল আছেন। বুঝ্‌লি ত ?"

নিধিরাম একেবারে বৃষকাষ্ঠের মত নির্জ্জীব হইয়া বলিল,—"কেন মা ?"

কুন্দ একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"কেন, সে কথা পরে বল্‌বো। এখন যা বল্‌ছি, শোন্।"

নিধিরাম আরও গাধা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি না ?"

কুন্দ এবার রাগিয়া বলিল,—"এতক্ষণ তবে হাঁ করে কি শুন্‌লি ?" কুন্দ তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। টাকা পাইয়া নিধিরামের আনন্দ আর ধরে না।

সন্ধ্যাবেলা যোগেশ নিধিরামকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বড়মার কি খবর নিধি ?"

"তিনি ভাল আছেন, বাবু।"

"আস্‌বার কথা তাঁকে বল্‌লি ?"

"হাঁ। তিনি বল্লেন—হরিবাবুর অসুখ করেছে। না সেরে উঠ্‌লে আস্‌তে পারবেন না।"

"তুই দেখ্‌লি—হরিবাবুর অসুখ করেছে ?" নিধিরাম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"কই, আমি ত কিছু দেখলুম না, বাবু!"

যোগেশ হতাশভাবে কুন্দর পানে চাহিতে তাহার বড় আনন্দ হইল। সে ভাবিল, স্বামী নিশ্চয়ই দিদির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। নিধিরাম চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কুন্দের হাতে আবার একখানি চিঠি দিল।

যোগেশ উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কার চিঠি ?"

কুন্দ তাহা খুলিয়া দেখিল, সারদা দিয়াছেন। স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল,—"বাবার চিঠি। তাঁরা পশ্চিমে গেছেন।"

ক্রমে অসুখ বাড়িয়া গেল। কুন্দ ভয় পাইয়া বাপের বাড়ী খবর দিল। অনতিবিলম্বে তাহার বাপ চন্দ্রশেখর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্দ তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল।

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন,—"যোগেশের ত ভারি বুদ্ধি কম। বউদির ভায়ের ছেলেকে বিষয় দেওয়ার দরকার কি ? এমন অসম্ভব কথা ত কোথাও শুনিনি।"

কুন্দ বলিল,—"তুমি ওঁকে নিয়ে চল বাবা। এখানে কোন দিন মাগী এসে পড়বে। আর কোন উপায় থাকবে না।"

চন্দ্রশেখর বাবু একটু চিন্তিত স্বরে বলিলেন,—"এক কাজ করি, যোগেশকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সম্পত্তিটা তোর নামে লেখাপড়া করিয়ে নিই। কি বলিস্ ?"

"সেই ভাল কথা। নইলে পাঁচভূতে লুটে খাবে।"

চন্দ্রশেখর বাবু আসিয়া যোগেশের শয্যার পার্শ্বে

বসিলেন। যোগেশ একটু চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখিল,— শ্বশুরমশাই আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,— "কতদূর বেড়িয়ে এলেন ?"

কুন্দ পূর্ব্বেই পিতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন,—"বৈদ্যনাথ গিয়েছিলুম। সেখানকার জলহাওয়া বেশ ভাল।"

"মনে করছি, একটু ভাল হ'লে আমিও একবার সেথায় যাব।"

"বেশ ত বাবা। কিন্তু এখন তুমি আমার বাড়ীতে চল। এখানে তোমার লোকজন কম, তেমন সেবাশুশ্রূষা ত হচ্চে না ?" "সে কথা ভাববেন না। বউদি এসে পড়লেই আর কারো দরকার হবে না।"

"বউদি তোমার আসেন কই ? পর কি কখনও আপনার হয়, বাবা ? ওটা তোমার বোঝবার ভুল।"

কুন্দ পাশে দাঁড়াইয়াছিল। দেখিল বাপের কথা শুনিয়া স্বামীর মুখ যেন হঠাৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"ও সব কথায় তোমার দরকার কি বাবা ? যে যাকে যেমন দেখে।" পরে স্বামীকে

সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল,—"দিদি আমাদের যে কত যত্ন করেন তা তুমি কি জানবে বাবা ?"

স্ত্রীর কথার উপর নির্ভর করিয়া যোগেশ বলিল,—"বউদি যদি আমার পর হ'ন, তবে আপনার বলতে আমার কেউ নেই।"

জামাতার কথায় চন্দ্রশেখর বাবুর অপমান বোধ হইল। ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া কুন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তবে আর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিস্ কেন ? তোর দিদিকে নিয়ে আয়। আমি চল্লুম।"

কুন্দ বলিল,—"এমন সময়ে কি রাগ করলে চলে বাবা ? দিদি এলেই ত আমার সর্ব্বনাশ। যাতে বিষয়টা উদ্ধার হয় তার চেষ্টা করা কি ভাল নয় ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোন চিঠির উত্তর আসিল না দেখিয়া সারদা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভোলানাথকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দাদা, আর ত থাকতে পারি না। একখানা গাড়ী করে আন, আমি চলে যাই।"

ভোলানাথ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"টাকা কই বোন? বাজারে এত দেনা হয়েছে যে কেউ আর ধার দিতে চায় না।"

কুসুম আসিয়া বলিলেন,—"একখানা চিঠিরও উত্তর এল না কেন বল দেখি ঠাকুরঝি? আমার মনে হয় শশীর বাপ তোমার উপর রাগ করেছেন।"

সারদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কেন, রাগের ত কোন কারণ হয় নি।"

ভোলানাথ বলিলেন,—"হয় ত আমার উপর রাগ করেছে।"

সারদা বলিলেন,—"তা হতে পারে। তুমি তাকে যে অপমান করেছ তা বলবার কথা নয়। এখানে আমার না আসাই ভাল ছিল।"

কুসুম বলিল,—"তাই ত বলি। ঘটে বুদ্ধি না থাকলেই এমন হয়। আগা পিছু ত কিছু ভাবেন না। যখন যা খেয়ালে এল করে ফেল্লেন। একে ত এম্নিতেই সংসার চলে না তার উপর দুটো লোক বাড়ল, এইবার মজাটা দেখুন।"

ভোলানাথের পানে চাহিয়া সারদা একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"মিছে ঝগড়া করে কোন লাভ হবে না। তুমি একবার সেখানে যাও, দাদা। হয়ত তাদের কোন অসুখ বিসুখ করেছে।"

ভোলানাথ একটু শিহরিয়া বলিলেন "বাপ্‌রে—আমি কি সেখানে যেতে পারি? তারা কি মনে কর্‌বে?"

সারদা প্রতিবাদ করিলেন,—"তারা সে রকম লোক নয় দাদা। তুমি যাও, কেউ কিছু মনে করবে না।"

"না না তা হয় না। সে মুখ আমি রাখিনি।"

সারদা কুন্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"তবে হরিধনকে নিয়ে যাও। তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকো, সে বাড়ীতে গিয়ে

খবর নিয়ে আসবে। না হয় আমাকে নিয়ে চল, আমি হেঁটেই যাব, গাড়ীর কোন দরকার নেই।"

"ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? তারা ভালই আছে।" সারদা অশ্রুপূর্ণ চোখে বলিলেন,—"না দাদা আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার মন বড় খারাপ হ'য়েছে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমার একটি কথা রাখ।"

কুসুম স্বামীর উপর বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"গরীবের আবার মান অপমান কি? যা বল্‌ছে শোন না।"

ভোলানাথ রুষ্ট স্বরে বলিলেন,—"তুমি কেন বকছ। তোমাকে কি কেউ ডেকেছে?"

কুসুম বলিলেন, "শোন ঠাকুরঝি তোমার দাদার কথা। এই জন্যেই ত আমার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া হয়। উচিত কথা উনি সহ্য করতে পারেন না।"

ভোলানাথ রাগিয়া বলিলেন,—"ভারি উচিত বক্তা। কেবল গরুর মত গাঁ গাঁ করে চিৎকার করলেই বুঝি উচিত বলা হ'ল?"

এই সময় রামধন আসিয়া কাঁদিয়া বলিল,—"মা দাদা মুড়ি কিন্‌লে না। এক পয়সার খাবার কিনে নিজে খেয়ে

ফেল্‌লে।" কুসুম সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর দাদা কোথায় গেল?"

সারদা বলিলেন,—"রাগ ক'রোনা বউদি, চিরকাল খাবার খেয়ে মানুষ হয়েছে, আজ কি সে মুড়ি খেতে পারে? ছোটবউ-ই তাকে আদর দিয়ে ঐ রকম করেছে।"

কুসুম বলিলেন,—"ছোটবৌ বুঝি ঠাকুরকে খুব আদর দেক্?"

"বুকে করে রাখত। আজ মুড়ি, কাল মার্বেল। যখন যা আব্দার নিয়েছে, তাই দিয়েছে।"

কুসুম ভোলানাথের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ওগো, শুনছ? এমন লোকেদের তুমি অপমান করে এলে? সাধে কি বল্‌তে ইচ্ছে হয়, ঘটে একটু বুদ্ধি নেই!"

ভোলানাথ বলিলেন,—"বেশ, সবই যদি আমার দোষ, তোমরা সংসার কর, আমি বিদেয় হই।"

কুসুম বলিলেন,—"তা'ত হবেই। এখন যে শক্তখানি। তোমার আর দোষ দেব কি? তোমার বাপমায়ের দোষ।"

সারদা এইবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"বাপমার কথা তুলে কি হবে বউদি? সবই তোমার অদৃষ্ট।"

ভোলানাথ একবার বিস্ফারিত নেত্রে স্ত্রীর পানে চাহিয়া পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া সারদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"সারদা, দুঃখ মানুষের হাতেগড়া জিনিষ। দারিদ্র বটে, কিন্তু আমার চেয়েও অধিক দরিদ্র আছে দেখে আমি সুখে ছিলাম। আজ ক'দিন হ'ল আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে। সংসারে স্ত্রীর সহানুভূতি স্বামীর সকল দুঃখে সান্ত্বনা। উপবাসে থাক, অনিদ্রায় থাক, কোন কষ্ট হবে না, যদি স্ত্রীর মুখ না মলিন দেখতে হয়। কিন্তু সেই স্ত্রী যদি মুখরা হয়, হীরের খনির মধ্যে থাকলেও তা কয়লা হয়ে যায়, সারদা।"

সারদা দেখিলেন, কথাগুলি বলিতে বলিতে ভোলানাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কুসুম কি একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য হাঁ করিতেই সারদা বলিলেন,—"বউদি, দাদার মনে তুমি কষ্ট দিও না। একে অর্থভাব, তার উপর সদ্ভাবের অভাব হ'লে, কষ্টের সীমা থাকবে না। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাটি হ'লে ছেলেরাও তাই শিখবে। কেবল শাসনে রাখলে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নিজেদের ভাল হ'য়ে দেখান চাই যে ভাল হওয়া কা'কে বলে। তুমি মনে কর, দাদা বুঝি তোমার কথা

শোনেন না। কিন্তু এটা তোমার বোঝবার ভুল। তোমাদেরই কষ্টে দাদা পাগলের মত হয়েছেন, তাই সকল সময় তাঁর মন স্থির থাকে না। ভাল কথায় ভুল যত বুঝিয়ে দেওয়া যায়, মন্দ কথায় তার অর্দ্ধেকও হয় না।"

কুসুম তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা গো আচ্ছা, আর বক্তৃতা দিয়ে কাজ নেই। নিজেকে সকলেই খুব বুদ্ধিমান মনে করে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগেশ শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিল না। চন্দ্রশেখর অগত্যা বাড়ী ফিরিলেন। কুন্দ কুপিতকণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল,—"বাবা ত ভাল কথাই বল্লেন, শুন্‌লে না কেন?"

যোগেশ উত্তর দিল,—"এইবার একবার নিধিকে পাঠিয়ে দাও, বউদিকে নিয়ে আসুক। সঙ্গে কিছু টাকাও পাঠিয়ে দিও। হরিধনের বাপের অবস্থা তেমন ভাল নয়।"

কুন্দ মুখ ভার করিয়া বলিল,—"তুমিই কেবল বউদি বউদি কর—তাঁর প্রাণে ত এতটুকু মায়া নেই! চিঠির উপর চিঠি দিচ্চি, নিধিকে দিয়ে বলে পাঠালুম তোমার অসুখ, তবু কি একবার দেখতে এলেন? আর আস্‌বেনই বা কেন? তুমি তাঁর ছেলেটাকে কোনদিন মেরে ফেল্‌বে, সে ভয় কি তাঁর নেই? সে দিন ত তোমার মুখের উপর বলে গেলেন—এমন করে মায়া ভাল হয়নি।"

যোগেশ নীরব রহিল।

রাত্রে যোগেশের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কুন্দকে ডাকিয়া বলিল—"একটু জল দাও।" কুন্দ জল আনিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কুন্দ তা হ'লে কি হবে?"

"কিসের কি হবে।"

"বউদি যদি রাগ করে থাকেন?"

কুন্দ নীরব রহিল। ঘণ্টা দুই অতীতপ্রায়। কয়েক রাত্রি জাগরণের পর আজ কুন্দের একটু তন্দ্রাবেশ আসিয়াছে, হঠাৎ যোগেশ ভয়বিহ্বল স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল। কুন্দ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"অমন করছ কেন?"

যোগেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—"কিছু নয়। স্বপ্ন দেখেছিলুম।" কুন্দ বড় ভয় পাইল।

সকালে উঠিয়া কুন্দ দেখিল, যোগেশ যেন কি রকম হইয়া শুইয়া আছে। ডাকিয়া কোন সাড়া পাইল না। তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া নিধিকে ডাকিয়া বলিল,—"নিধি, শীগ্‌গির একখানা গাড়ি করে বড়মাকে নিয়ে আয়।"

কাছে শশিভূষণ দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, বড়মা আর আসেন না কেন?"

কুন্দ শঙ্কিত স্বরে বলিল,—"কি জানি বাবা।" তারপর একবার তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিল। বোধ হয় এইবার অনুতাপের সূচনা হইয়াছে। এতদিন যে কল্পনা তার সুখের ছিল, আজ তার স্মরণ মাত্রেই শরীর শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ শশিভূষণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে স্বামীর কাছে চলিয়া গেল। তার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া অবসন্নভাবে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"বউদি এসেছ ?" কুন্দের বুক আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল—উঃ, মাগী কি গুণই করে গেছে। দিনরাত কেবল তারই কথা, তারই চিন্তা। হতভাগী মলে বাঁচি। কিন্তু এমন বরাত কি করেছি। এখনও যে কত ভুগতে হবে তা কে জানে।

সন্ধ্যাবেলা সারদা আসিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষে যোগেশের সংজ্ঞাশূন্য মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। ভোলানাথ কলিকাতা হইতে বড় ডাক্তার লইয়া গেলেন। শরীরের নানাস্থান পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিয়া একটু মাথা নাড়িয়া ডাক্তার ভোলানাথকে বলিলেন,—"অবস্থা বড় সঙ্কট। কিন্তু এখনি তেমন ভয়ের কারণ দেখি না।"

রাত্রে যোগেশ প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল—"এইটুকু তুমি ক্ষমা করতে পারলেনা বউদি ?"

সারদা আবেগ ভরে কাঁদিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, কি ক্ষমা করব ? কি কথা, বল ?"

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ, হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে যোগেশ আবার বলিল,—"তুমি বলেছিলে কি না বল ? কেবল আমার দোষ দিলে ত চলবে না ?" রাগে যেন তার কোটরগত চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হইয়া ঠেলিয়া উঠিল।

বাপের চিৎকারে শশিভূষণ জাগিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ যোগেশের মুখপানে চাহিয়া আতঙ্কে মার কাছে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, বাবার কি হয়েছে ?" কুন্দর অনুতাপে যেন আহুতি পড়িল। সে ভাবিল, সারদার পায়ের উপর পড়িয়া কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকটাকে হালকা করিয়া লইবে,—কিন্তু সঙ্কোচ আসিল। স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে ? কুন্দ শশিভূষণকে বক্ষে ধরিয়া বিছানায় মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সারদা নিজের চোখের জল নিজের আঁচলে মুছিয়া কুন্দকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এতদিন কি

আমি ম'রে ছিলুম বউ ? একেবারে এমন সময়ে খবর দিলি ?"

যোগেশ আবার জাগিল। শূন্যপানে হাত বাড়াইয়া দিয়া মিনতির স্বরে বলিল,—"এই নাও বউদি, সম্পত্তির দলিলপত্র। হরিধনকে অর্দ্ধেক ভাগ করে দিলুম।" সকলেই দেখিল, যোগেশের অর্দ্ধনিমিলিত ম্লানচক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। সারদা তার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ আসিয়া বলিলেন,—"সারদা, তুই অত ব্যাকুল হয়ে' পড়্‌লে ত চল্‌বে না। কপালে একটা জলপটি দিয়ে দে।"

যোগেশ এইবার উঠিয়া বসিল এবং প্রলাপভরে অস্পষ্ট-ভাবে কি বলিতে লাগিল। ভোলানাথ জোর করিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলেন।

প্রভাতে যোগেশের চৈতন্য হইল। সারদার পানে চাহিয়া অভিমানভরে কাঁদিয়া বলিল,—"আর একটু পরে আসতে পারনি বউদি ?"

কুন্দের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সারদা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই যোগেশের পায়ের উপর উবুড় হইয়া সে কাঁদিতে

লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"ওঁর কোন দোষ নেই।" কুন্দ আর বলিতে পারিল না। তার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া পড়িল।

ব্যাপার বুঝিতে যোগেশের বিলম্ব হইল না। সস্নেহে কুন্দের হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল,—"সামান্য মাটির জন্যে আমায় মেরে ফেলছ, কুন্দ?"

কুন্দ লাফাইয়া মেঝের উপর পড়িল। প্রাণের যাতনায় মাথার চুলগুলি ছিঁড়িতে লাগিল। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সারদার বুকের উপর পড়িল,— "দিদিগো, কি করলুম?"

সারদা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন,—"ভয় কি বোন্! ঠাকুরপো নিশ্চয়ই সেরে উঠ্বে।"

কুন্দ ভয়ে কম্পিত হস্তে সারদার পায়ের ধূলা লইয়া স্বামীর মাথায় দিয়া বলিল—"দিদি, তুমি সতীলক্ষ্মী, তোমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথায় বলে—স্বভাব না যায় ম'লে। স্বামীকে সুস্থ হইতে দেখিয়া কুন্দের মন আবার পূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং এইবার তাহার ঈর্ষা সন্দেহে 'পরিণত হওয়ায় সে ভাবিতে লাগিল—কেন তিনি সারদার প্রতি এত আসক্ত। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে, নতুবা সারদাও সকল কাজে সকল কথায় "দেওর" বলিতে এমন অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন না। কুন্দের মন দিন দিন উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু কেমন করিয়া যে এই জটিল রহস্যের উদ্‌ঘাটন হইবে সে পন্থা কিছুতেই পরিষ্কার ভাবে তাহার দৃষ্টিপথে দেখা দিল না। যোগেশ এখন সংসার নির্ব্বাহের সকল খরচই সারদার হাতে দিয়া স্ত্রীকে কেবল তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়। যাহার স্বামী সংসারের মালিক, তাহার স্ত্রী গৃহিণী না হইয়া দাসী? এমন অসম্ভব ঘটনা কি আর কোথাও কেহ দেখিয়াছে?

পাপের প্রকৃত অর্থ যদি দুঃখভোগ হয় তবে সন্দেহ করাটাই সকলের চেয়ে গুরুতর পাপ। কুন্দ শীঘ্রই সকল সুখে বঞ্চিত হইল। অতীত কুটীল আচরণ ক্ষমা করিয়া যোগেশ এখন তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাসিলেও তাহার মনে শান্তি ছিল না। সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সে ভাবিতে লাগিল—তাহার কি দুরদৃষ্ট! নিজের ঘরে, আজ সে বন্দিনী। স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। তবে বাঁচিয়া আর লাভ কি। যাহা স্ত্রীর সর্ব্বস্ব, যাহার অনাদরে বিশ্বের সকল সুখ নীরস বলিয়া মনে হয়, তিনিই যখন পরের কবলস্থ, তখন তাহার মরণই মঙ্গল।

বেলা দ্বিপ্রহরে রান্নাঘরের সকল কাজ শেষ হইয়া গেলে সারদা আসিয়া কুন্দকে কহিলেন,—"বউ, দাদা লিখেছেন যদি ঠাকুরপো গোটা দশেক টাকা পাঠিয়ে দেয় ত ঘরটাকে তিনি একটু সারিয়ে নে'ন। চালাখানা বোধ হয় এ বর্ষায় আর টেঁকবে না।"

কুন্দের ইচ্ছা হইল একবার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয় যে, "তোমার ঠাকুরপো যখন তোমার হাতে, তাহার টাকা-কড়িও যখন তোমার হাতে, আমাকে আর কেন মিছে বলতে এসেছ দিদি," কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করা ত তাহার

স্বভাব নয়—সে যে কুটীল, কলহপ্রিয় অপেক্ষা আরও ভীষণ তাই মনের বিষাক্ত ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া একটু হাসিয়া বিনীত কণ্ঠে নিবেদন করিল,—"টাকা পাঠিয়ে কাজ কি দিদি। তোমার দেওর যদি হরিধনকে বিষয় ত্যাগ করে দেয়—তাঁরা এখানে এসেই থাকতে পারেন।"

"না ভাই, তাঁদের অবস্থা তেমন ভাল নয়, এখানে এলেই আমাদের খরচ বেড়ে যাবে।"

তিনি জানিতেন না যে তাহাই কুন্দের অভিপ্রায়। কারণ ইতিমধ্যে সে ভাবিয়া লইয়াছিল স্বামী যখন তাহার জন্ত একটুও ব্যাকুল নহে, সেও তাহার ইষ্টানিষ্টের কোন খবর রাখিবে না অধিকন্ত তাহার প্রাণভরা ভালবাসার প্রতিদান যখন এমন নিরপেক্ষ উদাসীনতা তখন স্বামী যাহাতে অত্যন্ত জালাতন হয় তাহাই করা উচিত।

কুন্দ কহিল,—"তাঁদের অবস্থা তেমন ভাল নয় বলে তুমি তাঁদের দেখবে না, দিদি? ছি, এমন কথা কি বলতে আছে। লোকের অসময়েই ত উপকার করতে হয়। তুমি একগুণ দিলে, ঈশ্বর তোমাকে দশগুণ দেবেন, জান ত।"

সারদা বড় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তথাপি বলিলেন,

—"আত্ম রেখে ধর্ম্ম—না থাকলে দিই কোত্থেকে বল। আমাদের ত জমিদারী নেই যে বিনা পরিশ্রমে টাকা আসছে, দিলে কিছু ক্ষতি হবে না। ঠাকুরপো শুনলেই বা কি মনে করবে?"

"আচ্ছা সে কথা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবখন।"

এই সময় হরিধন সেথায় উপস্থিত হইয়া কুন্দের পানে চাহিয়া কহিল,—"একটা টাকা দেবে ছোটপিসি?"

কুন্দ যে কেন তাহাকে এত আদর করিত সে কথা একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু আজ তাহার সে ক্ষমতাটুকুও গিয়াছে জানিয়া কুন্দের মনে বড় আঘাত লাগিল। একটু বিষণ্ণভাবে বলিল,—"টাকা ত আমার কাছে নেই বাবা।"

"নেই বই কি? দাও না পিসিমা। আগে ত তুমি আমাকে কত পয়সা দিতে।" বলিয়া হরিধন পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিল।

"কোথায় পাব বাবা।" বলিয়াই কুন্দ মনের মধ্যে একটি ক্রুদ্ধ আবেগ জোর করিয়া রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। সারদা প্রশ্ন করিলেন,—"টাকা কি করবি রে?"

হরিধন উত্তর দিল—"থিয়েটার—।"

আর তাহাকে বলিতে হইল না। সারদা সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"হতভাগা ছেলে, বলতে তোর মুখে একটু আটকায় না। লেখাপড়ার সময় থিয়েটার দেখতে যাওয়া? দাঁড়া, তোর পিসেমশাই আসুক।" বলিয়া তিনি যোগেশকে উদ্দেশ করিয়া পালিত পুত্রকে ভয় দেখাইলেন। কিন্তু সেও কুন্দের অযাচিত আদরে অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল,—"থিয়েটার দেখা বুঝি খারাপ? তবে এত লোক যায় কেন?"

"ফের তর্ক করছিস্" বলিয়া সারদা স্থির চক্ষে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখছিস বউ, ছেলের রকম। লেখাপড়া গেল, উনি থিয়েটার দেখ্‌তে যাবেন।"

সারদার এরূপ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরিধন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে পুনরায় কুন্দকে ধরিয়া বসিল,—"ও ছোটপিসি, একটা টাকা দাও না, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে আজ যাচ্চে।"

"আমি কি মিথ্যেকথা বলছি রে? টাকা—।" কুন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সারদা তাহাকে বাধা

দিয়া বলিলেন,—"ও সব কথা কেন বলছ, বউ। টাকা থাক্‌লেই কি তুমি দিতে, না দেওয়া উচিত।"

"একদিন আবদার নিয়েছে" বলিয়া কুন্দ একটু হাসিয়া নীরব হইল।

"আবদার নিয়েছে বলেই শুন্‌তে হবে? কেন বল ত? অবশ্য টাকা আমার নয়, তোমাদের। তোমরা বড় করে রেখেছ, তাই আমি বড়। যদি দুঃখ কর বউ, এই নাও বাক্সের চাবি, আমি আর রাখতে চাই না।"

"রাগ কর কেন দিদি। আমি কি টাকার কথা কিছু বলেছি। ছেলেটাকে ত একটা কিছু বলে ভুলুতে হবে।" বলিয়া কুন্দ নিজের দুর্ব্বলতাটুকু চাপিয়া ফেলিল।

সারদার মনে সন্দেহ কখন স্থান পাইত না বলিয়া তিনিও তাহাই বুঝিলেন। এবং হরিধনকে বলিলেন,—"দিনকে দিন তোর মতিগতি কি রকম হচ্ছে বল দেখি। এমন করে তোর ছোটপিসিকে জ্বালাতন করিস্ কেন? টাকা ত ওর কাছে নেই। তোর পিসেমশাইকে জিজ্ঞাসা করে আয়, সে বল্লে আমি বারণ কর্ব্ব না।"

হরিধন বুঝিল যোগেশকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাওয়া আর সাপের গায়ে হাত দেওয়া দুইই সমান। সে

ক্রুদ্ধ অভিমানে কহিল,—"তোমার কেবল ঐ কথা। কখন এক পয়সা দেবে না—এইবার থেকে আমি চুরী করব।"

"তা করিস্, আমিও তোকে পুলীশে দেবো।" বলিয়া সারদা একটু হাসিয়া কুন্দের পানে চাহিলেন,—"ছেলের কথা শুনছিস্ বউ।"

কুন্দও একটু হাসিল। সে হাসির অর্থ সামান্য পরিহাস নয়, তাহা নিজের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে হরিধনের মানসিক অবনতির লক্ষণ দেখিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস।

রাত্রিকালে যোগেশ যখন আহার করিতে রান্নাঘরে গেল নিজের কক্ষে বসিয়া কুন্দ চিন্তা করিতে লাগিল,—'বিধবা হ'য়েছে বলে যেবয়েসও হ'য়েছে, তা'ত নয়। যৌবনও আছে। প্রাণে সখও আছে—না হ'লে এখনও পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে বেড়ায় কেন? হরিধন দুধের ছেলে। সে আমার কিছুই করেনি। তার সর্ব্বনাশ করতে যাওয়া আমার ভুল হ'য়েছিল এবং সেই জন্যেই বোধ হয়, ভগবান আমাকে এত কষ্ট দিয়েছিলেন। যাই হোক এতদিনে বুঝতে পেরেছি কে আমার প্রকৃত শত্রু। কিন্তু নিজের মুখে যদি এ কথা প্রকাশ করি স্বামী হয়ত আমারই উপর অসন্তুষ্ট হবেন। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। তারপর শুধু

অসন্তুষ্ট হ'য়েই ক্ষান্ত হবেন না, হয়ত বাড়ী থেকে আমাকে তাড়িয়েও দেবেন।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিয়া কুন্দ চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল যোগেশ আসিতেছে। ত্বরিতপদে উঠিয়া স্বামীকে পান দিয়া সে নম্রকণ্ঠে বলিল,—"দিদি কি আজ তোমাকে কিছু বলেছেন?"

"কিসের বিষয়?" বলিয়া যোগেশ পান চিবাইতে চিবাইতে শয্যাপরে শুইয়া পড়িল। কুন্দ একখানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল,—"তিনি বলছিলেন হরিধনের বাপের অবস্থা তেমন ভাল নয়—ছেলেপুলেরা বড় কষ্ট পাচ্ছে। যদি তুমি বিষয়টা ভাগ করে দাও—তাঁরা এখানে এসে থাকতে পারেন।"

কুন্দ ইতিমধ্যেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে হরিধনের মা যদি আসে তাহাকে আদর যত্ন করিয়া, তাহারই মুখ দিয়া সে সারদার কলঙ্ক প্রকাশ করিয়া দিবে। তাহলে কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না। ফলে, সারদা এখানে আর মুখ দেখাইতে পারিবে না এবং যোগেশও ক্রুদ্ধ হইয়া হরিধনদের তাড়াইয়া দিবে। তাই কথাটিকে সাজাইয়া

সে এমনভাবে বলিল যেন এ বিষয়ে তাহারও পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

যোগেশ সভয়ে কহিল,—"সর্ব্বনাশ, তাহ'লে ত খরচের অন্ত থাকবে না। ভোলানাথ বাবু যদিও আমার অসুখের সময় অনেক উপকার করেছিলেন কিন্তু তিনি লোক খুব ভাল ন'ন। হরিধনকে শাসন করা নিয়ে—তোমারও মনে আছে বোধ হয়, তিনি আমাদের সঙ্গে কি রকম ঝগড়া করেছিলেন।"

"কিন্তু বিপদের সময় কি অভিমান করলে চলে।" বলিয়া কুন্দ স্বামীর উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যোগেশ কহিল,—"তা জানি। কিন্তু আমিই বা পেরে উঠব কেমন করে। তুমি ত সবই জান। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পাই—পাঁচজন খেতেই কুলোয় না। তার ওপর তাঁরাও চার পাঁচ জন এসে পড়লে একেবারে যে মারা যাব।"

কুন্দ কোন প্রতিবাদ করিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ পুনরায় বলিতে লাগিল,—"বৌদি নিতান্ত ভাল লোক। তা'ছাড়া দাদার অবর্ত্তমানে তাঁকে আমা-

রই দেখা উচিত। আর এমন লোককে যত্ন করলে ভগবানও প্রসন্ন হ'ন।"

বলিতে বলিতেই যোগেশের স্বর জড়াইয়া আসিল ; সে নিদ্রিত হইল।

কুন্দের মনে আনন্দ আর ধরে না। কারণ এতক্ষণ সে সন্দেহ করিতেছিল—যোগেশ যদি সারদাকে ডাকিয়া এ সকল কথার আলোচনা করে তবে তাহার এত বড় মিথ্যা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সে নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে গেল। কিন্তু সারদাকে এখন কিছু বলিল না, কারণ তাহার ভয় হইতেছিল এ কথা শুনিলে হয়ত তিনি আসিয়া দেবরকে নিষেধ করিয়া দিবেন। যাইহোক পাপেরও একটা গুণ আছে। সে লোককে সতর্ক করিয়া রাখে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন যোগেশ যখন আফিসে চলিয়া গেল কুন্দ সারদাকে কহিল,—"দিদি, তোমার দেওরকে সে কথা বলেছিলুম। তিনি বল্লেন—যে যার বরাতে খায়। তাঁরা আসুন না। আমার কোন আপত্তি নেই। আমি যদি পাঁচ জনকে দেখি ভগবানও আমাকে দেখবেন।"

"সে কথা আমিও জানি, ভাই। কিন্তু এ যে কলি-কাল। লোকের উপকার করলেও ভুলে যায়।"

"যায় যাক। আমাদের ত তাতে কিছু ক্ষতি হবে না দিদি। ভগবান তার বিচার করবেন। তুমি হরিধনকে পাঠিয়ে দাও—সে তার বাপ মাকে নিয়ে আসুক।"

"যা ভাল বুঝিস্, কর্ ভাই। আমার কেমন ভয় হচ্চে।"

শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া কুন্দ ভাবিল—ভয় হচ্চে কেন। তবে সারদা নিশ্চয়ই দোষী। পাছে কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই তিনি এত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এদিকে সারদা চিন্তা করিতে লাগিলেন—দাদা আসিয়া পড়িলে সংসারে খরচ বাড়িবে সত্য কিন্তু তিনিও ত কিছু উপার্জ্জন করেন। তবে যদি তাঁরা পৃথকান্নে থাকিতে চান, ভালই। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারদা পুনরায় কুন্দকে কহিলেন,—"এখন হরিধনকে পাঠিয়ে কাজ নেই, বৌ। ঠাকুরপো আসুক সকলে মিলে আর একবার পরামর্শ করে দেখা যাবে।"

"ঐ তোমার কেমন স্বভাব দিদি। সামান্য কাজেও বিশ বার ভেবে মর। তাঁরা এসে পড়লেই কি আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে?" বলিয়া কুন্দ এমনই ঝঙ্কার দিয়া উঠিল যে সারদা হাসিয়া মনে মনে তাহার অসংখ্য সুখ্যাতি করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—"তবে তোর যা ইচ্ছে হয় কর্ ভাই।"

সংবাদ পাইবামাত্র ভোলানাথ সপরিবারে আসিয়া যোগেশের সংসারভুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রথম দিনেই মনান্তরের লক্ষণ দেখা দিল।

হরিধনের কনিষ্ঠ রামধন ইতিমধ্যে নিজের বাটীতে একটি কুকুর পুষিয়াছিল বলিয়া সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে পারে নাই। কিন্তু কুন্দের পুত্র শশীভূষণ কুকুর দেখিলে

বড় ভয় পায় বলিয়া তাহাকে দেখিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সারদা ছুটিয়া আসিলেন—"কি হ'য়েছে রে?"

"কুকুর—জেঠাইমা।"

"কই" বলিয়া তিনি চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন।

শশীভূষণ হাত বাড়াইয়া ঘরের দিকে নির্দ্দেশ করিতে সারদা বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন,—"ওমা, তাই ত রে!"

তারপর তিনি রামের কাছে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"রাম, আমাদের শশী কুকুর দেখলে বড় ভয় পায়। ওটাকে তাড়িয়ে দাও, বাবা।"

"এ খুব ঠাণ্ডা কুকুর, পিসিমা। কারুখো কিছু বলে না। ভয় কি।"

"না বাবা, কুকুরকে তোমার এ বাড়ীতে রাখা চলবে না।"

রামধনের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। এই সময় হরিধন সেথায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—"কি হ'য়েছে রে, রেমো?"

রামের মনের মধ্যে বড় কষ্ট হইতেছিল বলিয়া কুকুরটির মুখের ভিতর একটি হাত দিয়া সে ঘাড় নীচু করিয়া বসিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সারদা বলিলেন,—"তুই জানিস্ ত, শশী আমাদের কুকুর দেখলে—"

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া হরিধন গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তাই বলে কি কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে হবে না কি ?"

"ওমা ! তুই যে আমার উপর এখন চোখ রাঙ্গাতে শিখেছিস্ রে। দাঁড়া তোর বাপের কাছে যাচ্ছি।"

"যাও, যাও ; কে তোমাকে ভয় করে ? আমিও ছোট পিসির কাছে যাচ্ছি।" বলিয়া হরিধন ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেল।

সারদা পুনরায় বিনীত কণ্ঠে বলিলেন,—"রাম, আমার কথা শোন বাবা ? কুকুর নিয়ে কি হবে। এইবার তোমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দোব। কেমন লেখাপড়া শিখবে পাঁচজনে ভাল বলবে। সেই ভাল নয় ?"

রাম কোন উত্তর দিল না। প্রায় সপ্তাহ খানেক হইল এই কুকুরটিকে সে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। বাড়ীতে কোন আহার্য্য না পাইলেও সে তাহাকে বিরক্ত করিত না। পথে ঘাটে যাহা কিছু "অখাদ্য" পাওয়া যাইত তাহা খাইয়াই সে সন্তুষ্ট ছিল।

সারদা অনন্যোপায় হইয়া শেষে তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"বৌদি, একটা কথা শুনে যাও।"

কুসুম এতক্ষণ কুন্দের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলছ ঠাকুরঝি ?"

"তোমার ছেলেকে বল কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিতে। আমাদের শশী কুকুর দেখলে বড় ভয় পায়।"

ছেলের ম্লানমুখ দেখিয়া কুসুমের বুকে আঘাত পড়িল। তিনি একটু হাসিয়া ক্ষুন্নস্বরে প্রতিবাদ করিলেন,—"ও কুকুরটা বেশ ভাল, ঠাকুরঝি। কারুথো কিছু বলে না।"

"নাই বা বল্লে বৌদি ; ছেলে যখন ভয় পায়—রেখে কাজ কি ? ছেলে আগে না কুকুর আগে ?"

কুসুমের বড় রাগ হইল। কিন্তু তিনি কুন্দের মত কুটিল ছিলেন না বলিয়া আত্মগোপন না করিয়া সরোষে পুত্রকে বলিলেন,—"কুকুরটাকে ছেড়ে দে বাপু।"

রামের চক্ষুদু'টি ছলছল করিয়া উঠিল।

কুসুম তাহা লক্ষ্য করিয়া আরও উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এসেছিস্ ত পরের বাড়ীতে। এত সখ করলে কি চলে।"

এইবার হরিধনও কুন্দকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

সারদা অভিমানভরে কহিলেন,—"পরের বাড়ী আর নিজের বাড়ী কি বৌদি? ছেলেটা ভয় পায়, তাই না বল্‌ছি। এত রাগ করা কেন?"

"কি হ'য়েছে?" বলিয়া কুন্দ কুসুমের মুখপানে চাহিল।

কুসুম উত্তর দিলেন,—"দেখ না ভাই। ছেলেটা একটা কুকুর পুষেছে, তাই ঠাকুরঝি রাগ করছে।"

"রাগ করলে ত বড় ব'য়েই গেল।" বলিয়া হরিধন রুদ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কেন—কুকুর কি আর লোকে পোষে না? এ যে তোমার অন্যায় দিদি। আহা ছেলেমানুষের মনে কষ্ট দাও কেন?" বলিয়া কুন্দ নীরব হইল।

সারদা কহিলেন,—"মিছে বকিস্ কেন, বউ? জানিস্ না কি—কুকুর দেখলে ছেলেটা ভয়ে সারা হ'য়ে যায়?" বলিয়া তদ্দণ্ডেই তিনি প্রস্থান করিলেন।

"ও বাবা" বলিয়া কুসুম স্থিরদৃষ্টিতে সারদার পশ্চাতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"এমন জান্‌লে কি এখানে আস্‌তুম।"

"আরও কত জানবে, বৌদি, দু'দিন থাক না।" বলিয়া কুন্দ একটু হাসিল।

আজ তিন চার দিন হইল সারদা আর কাহারও সঙ্গে তেমন ভাল করিয়া কথা কহেন না।

সন্ধ্যাবেলায় কুসুমের ঘরে থাকিয়া কুন্দ কহিল,—"আচ্ছা বৌদি, দাদার প্রতি তোমার ত খুব টান দেখছি।"

কুসুম বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"কেন ভাই?"

"কেন আবার জিজ্ঞেস করছ? ঐ ত ওঁর শরীর—কেবল দু'খানা হাড়। তার ওপর নেশাপত্তরও আছে। একটু দুধের বন্দোবস্ত করে দিতে পার না?"

কুসুম এইবার এক গাল হাসিয়া বলিলেন,—"তোর এক কথা, ঠাকুরঝি। খেতে পেতুম না, আবার দুধ। জানতিস্ যদি আমাদের কি অবস্থায় দিন যেত।" বলিয়াই তাঁহার মুখখানি দৈন্যনিপীড়িত অতীতের স্মৃতিতে ম্লান হইয়া উঠিল।

কুন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া সমবেদনার স্বরে কহিল,—"ছিঃ বৌদি, দুঃখ ক'রো না। লোকে কথায় বলে দশ দশা। আচ্ছা, আমি দাদার জন্যে দুধের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

"না ভাই, কাজ নেই। হয়ত আবার ঠাকুরঝি তাহ'লে রাগ করবেন। সামান্য একটা কুকুর নিয়েই সেদিন যা হ'য়েছিল।"

"হবে না বৌদি? ওর ভেতর যে অনেক কথা আছে। নইলে আমি মা—আমার চেয়েও আমার ছেলের প্রতি ওর এত টান কেন বল ত?"

কৌতূহল পরবশ হইয়া কুসুম চুপিস্বরে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"কি কথা ভাই?"

"আমি কেন বলে দুষী হই, বৌদি। দু'দিন থাক—নিজেই বুঝতে পারবে।"

কুসুমের মনে সন্দেহের গভীর আন্দোলন চলিতে লাগিল।

রাত্রিকালে গোয়ালিনী যখন দুধ দিতে আসিল কুন্দ ধীরে ধীরে রান্নাঘরে যাইয়া সারদাকে কহিল,—"দিদি, আজ থেকে এক পোয়া দুধ বেশী নিও।"

"কেন রে?" বলিয়া সারদা তাহার পানে চাহিলেন।

স্বভাবসুলভ সরল মিথ্যা কথায় কুন্দ কহিল,—"বৌদি বলছিলেন—দাদা নেশাপত্তর করেন বলে শরীরটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

"দুধের দাম দেবে কে ?"

"কি জানি।"

কুন্দকে ইসারায় ডাকিয়া গোয়ালিনীর সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া সারদা বলিলেন,—"এসব কি অন্যায় নয় বউ ? তুইই বল না ? যাদের একমুঠো ভাত জুটত না, তাদের নেশাপত্তর করাই বা কেন, আর পরের ঘাড়ে চেপে এমন আবদার করাই বা কেন ? ঠাকুরপো শুনলে ত নিশ্চয়ই রাগ করবে ?"

"সে আর আমি কি বলব দিদি।" বলিয়া কুন্দ এমন ভাব দেখাইল যেন সারদার দুর্ভাবনায় সেও দুঃখিত।

"তুই একবার বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে আয়,—দুধের দাম দেবে কে।"

কুন্দ চলিয়া গেল।

গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"দুধ কি বেশী দিতে হবে, বড়মা ?"

"দাঁড়াও বাছা। লোকের আক্কেলকে বলিহারি।" বলিয়া সারদা আবার রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

কুন্দ আসিয়া কুসুমকে কহিল,—"না বৌদি। আমার নিজের সংসারে যে আজ আমার এইটুকু কথাও খাটবে

না, তা কেমন করে জানব বল। দুধের কথা বলতে গেলুম। দিদি জবাব দিলেন—দিন দু'মুঠো যাদের ভাত জুটত না, তারা আবার দুধ খেতে চায় কোন মুখে।"

এইজন্যই বোধ হয় মহাপণ্ডিত চানক্য বলিয়াছিলেন খল সর্প অপেক্ষাও ক্রুর। সারদা যে কত আপনার ভাবিয়া কুন্দকে একথা বলিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনিই জানিতেন।

কথা শুনিয়া কুসুমের কলহ প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুন্দের পানে চাহিয়া থাকিয়া সহসা মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "ভাত জুটত না বলে কখনও ত কারুর দোরে এসে দাঁড়াইনি। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব। ছোট হ'য়ে এত বড় কথা?"

"চলে যাবে কেন বৌদি? বাড়ী কি ওঁর? তুমি তোমার ছেলের বাড়ীতে আছ, তা জান!"

"ছেলের বাড়ীতে আমার কাজ নেই, বউ। তোমরা পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর যেন ওঁর ভাত খেতে খেতেই আমি যেতে পারি। উঃ, কি তেজ বল দেখি। হাজার গরীব হলেও সে ত তোর দাদা বটে।"

বলিতে বলিতেই মর্ম্মান্তিক যাতনায় কুসুমের চক্ষু দুইটি বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

কুন্দ তাড়াতাড়ি তাহার চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"কেঁদনা বউদি। আমার বড় কষ্ট হয়। আমিও যে কত দুঃখে আছি, সে কথা আর তোমাকে কি বলব।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুসুম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা বউ তোর সংসারে তুই গিন্নি ন'স কেন বল্ ত ?"

"ভগবান্ জানেন।" বলিয়া কুন্দ উদাসভাবে শুধু একটু হাসিল।

"কেন ঠাকুর জামাই কি তোকে ভালবাসে না ?"

"বাসলে আর আমার এমন দুর্গতি।" বলিয়া কুন্দ চলিয়া গেল।

কুসুম সন্দিগ্ধ মনে ভাবিতে লাগিলেন,—তাহলে দেখছি ঠাকুরঝি একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে। নইলে আমার ছেলেকে যোগেশ বিষয় ভাগ করে দিতে চাইবে কেন ? ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হচ্চে, তা কে বুঝবে। ছি ছিছি, কি ঘেন্নার কথা। বুড়ো মাগী, বিধবা হ'য়ে কি শেষে এই বুদ্ধি হল। এখানে আর থাকা হবে না। জান্‌তে পারলে লোকে একঘরে করবে।

কুন্দের মুখে সারদা যখন শুনিলেন কুসুম দুধের দাম দিতে পারিবেন না তখন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গোয়া-

লিনীকে তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা একপোয়া দুধ তুমি দিয়ে যাও।"

গোয়ালিনী চলিয়া গেল।

কুন্দকে লক্ষ্য করিয়া সারদা বলিলেন,—"দেখছিস্ বৌ, সেই জন্তেই বলেছিলুম এখানে এনে ওঁদের কাজ নেই।"

কুন্দ কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ কুসুমকে সেথায় আসিতে দেখিয়া কথা ঘুরাইয়া কহিল,—"এবেলা কি রাঁধছ দিদি?"

"একটা ঝালের ঝোল করেছি। আর একটু অম্বল কর্ব্বখন। মাছের যে আগুন দর। কি দিয়ে যে সব খাবে তাই ভাবছি।"

কুসুম আসিয়া কহিল,—"আমি আজ আর খাব না ঠাকুরঝি।"

"কেন, কি হ'ল?"

"শরীরটা ভাল নয়।"

কুন্দ বুঝিল কুসুমের রাগ হইয়াছে। সারদা বলিলেন, "তবে দাদার জন্যে যে দুধটা নিয়েছি, তুমি খেয়ে থেকো এখন বৌদি। যে দিনকাল পড়েছে, এবেলা উপোসই যাও।"

দুধের নাম শুনিয়া কুসুম আশ্চর্য্যে কুন্দের পানে চাহি-তেই সে ইঙ্গিত করিয়া কোন কথা কহিতে বারণ করিয়া দিল।

সারদা নিজের মনে বলিতে লাগিলেন,—"একটু মাছ না হ'লে ঠাকুরপোর খাওয়া হয় না, কিন্তু নিধেটা হ'য়েছে একটা মস্ত জানোয়ার।"

কুন্দ পুনরায় কুসুমের পানে চাহিয়া একটু ইসারা করিয়া হাসিল। কুসুমও বুঝিলেন দেবরের প্রতি সারদার যত্ন কি রকম।

নবম পরিচ্ছেদ

কুসুমের রাগ হইয়াছে তাই আহার করিলেন না। আবার দুধের কথা তুলিয়া তিনি যদি ঝগড়া করেন কুন্দের সমস্ত মনোরথ যে শুধু ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা নহে তাহার মন্দ অভিপ্রায়ও ধরা পড়িবে ভাবিয়া ইতিমধ্যেই কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে সে কুসুমের কাছে যাইয়া মিনতি করিয়া বলিয়া ছিল যেন এ সকল কথার পুনরুল্লেখ না করা হয়। কুসুম মূর্খ ছিল তাই তাহাকে বড় আপনার বিবেচনা করিয়া যাহাতে সে কষ্ট পায় সে কাজ করিতে পারিলেন না। শুধু দুধের বাটীটি ভোলানাথের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুরঝির স্বভাব চরিত্র বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে।"

ভোলানাথ এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে ধমক দিয়া কহিলেন,—"ও সব কি কথা। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে?"

"আমার মাথা কেন খারাপ হবে, তোমার বোনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। প্রমান পেয়েছি তাই বলছি।"

ভোলানাথ জানিতেন রুষ্ট কথায় কুসুমের সহিত ঝগড়া করিয়া জয়ী হওয়া মানুষের অসাধ্য। সেই জন্য স্বর নম্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রমাণ পেয়েছ!"

"প্রথম ধর—শশীর মা যখন যোগেশের স্ত্রী, তারই ত গিন্নি হওয়া উচিত। কিন্তু তা নয়। তোমার বোন যা বলবে সংসারে তাই হবে। কেন বল দেখি?"

"কেন আর। যোগেশ তাকে ভালবাসে তাই। গিন্নি হয়ে সে ত কারুর অনিষ্ট করছে না। অমন বৌদি পেলে আমিও মাথায় করে রাখতুম। চাকরটি থেকে মনিব পর্য্যন্ত সকলকে সমান যত্ন। অমন লোক কি আছে।"

"তা বই কি। নিজের বোন কি না।"

এইবার ভোলানাথ পুনরায় বিরক্ত হইয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে না। এই যে তুমি আমার স্ত্রী, তুমিও ত আপনার লোক। তা বলে কি তোমার বিষয় এমন কথা বল্লে আমি বিশ্বাস করব না?"

সহসা কুসুমের মুখমণ্ডল কালীবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার মানে কি?"

"তার মানে হচ্চে এই যে তোমার সম্বন্ধে কেউ যদি এমন কথা বলে আমি তোমাকে সন্দেহ করতে পারি।"

"ও,—আমি এত মন্দ ?"

"নিশ্চয়ই, তুমি কি একটা মানুষ ? যে লোকটা তোমাদের জন্যে এমন প্রাণান্ত পরিশ্রম করছে, তাকেও তুমি মন্দ বলতে চাও।"

"শুধু আমি বলব কেন। একবার নিজের কথাটাও ভেবে দেখ দিকি ! যখন যোগেশ একদিন হরিধনকে মেরেছিল তুমি তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছিলে ?"

"সেও আমার দোষ নয়। লোকে কথায় বলে অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ, বুঝলে ? তোমার কাছে থেকেই ত আমার এমন অধঃপতন হ'য়েছে। যাক্‌গে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। দুধ এল কোত্থেকে বল ?"

"তোমার বোন দিয়েছে" বলিয়া কুসুম মুখখানিকে বিকৃত করিয়া নীরব হইলেন।

"ভগবান্ যে কি পাপে তাকে বিধবা করলেন" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ভোলানাথ দুধের বাটিটি মুখে ধরিলেন।

গত রাত্র হইতেই সারদার মনে শান্তি ছিল না ; তিনি ভাবিতেছিলেন—ভোলানাথের শরীর বাস্তবিকই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহা বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। কিন্তু কি উপায়ে যে তাহা

রক্ষা করিবেন তাহারও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

বাঙ্গালীর ঘরের বিধবারা দুই বেলা আহার করেন না বলিয়া যোগেশের অনুরোধে তিনি বিকালে কিছু জলযোগ করিতেন। আজ সকালে সেই কথা তাঁহার মনে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি স্থির করিলেন এই জলযোগের খরচ বন্ধ করিয়া দাদাকে দুধ কিনিয়া দিবেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা মহাতৃপ্তির উদয় হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কুন্দের কাছে যাইয়া বলিলেন,—"বউ, ঠাকুরপোকে বলিস আমাকে যেন চারটে করে পয়সা দেয়।"

কেন বা কি বৃত্তান্ত কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া অতি সরলভাবে কুন্দ বলিল,—"চারটে করে পয়সা নেবে তার আবার কি বলব দিদি।"

"তা হ'ক ভাই। তুই একবার তাকে বলিস্।"

পরক্ষণেই সারদার মনে হইল পয়সা লইয়া কি হইবে। বাড়ীতে যখন দুধ যোগান আছে, একেবারে মাসের শেষে দেবরকে বুঝাইয়া দিয়া দাম চুকাইয়া দিলেই চলিবে। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"থাক্‌গে বউ। কিছু তাকে বলিস্‌নি।"

নানাবিধ চিন্তায় সারদার যেন মাথা খারাপ হইয়া

গিয়াছিল। কুন্দ তাঁহার মনের ভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল,—"কেন দিদি ?"

"ঐ দাদার জন্যে একটু দুধের কথা ভাবছিলুম কি না,—তা এখন ভাবছি মাসকাবারেই সেটা ঠিক করে নেব।"

বেলা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সারদা আর কোন কথা না কহিয়া অবিলম্বে নিজের কাজে গেলেন।

যোগেশ যখন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিল কুন্দ বলিল,—"দিদি বলছিলেন তাঁকে চারটে করে পয়সা দিতে।"

যোগেশ একটু সভয়ে হাসিয়া উত্তর দিল,—"সংসার ত তাঁরই হাতে। খরচা বাদে যদি হাতে কিছু থাকে নিতে ব'লো। আচ্ছা কুন্দ, ভোলানাথবাবু কি চাকরী বাকরী আর করবেন না ?"

"কি জানি। আবার দেখছি ত তাঁর জন্যে দুধেরও বন্দোবস্ত হচ্চে।"

"বল কি। আমাকে কি ওঁরা ফেল করবার মতলব করে এসেছেন।"

"কিছুই ত বুঝতে পারছি না। আমি বলি সংসার তুমি নিজের হাতে নাও। দিদি হচ্চেন অত্যন্ত ভাল লোক ওঁকে ঠকিয়ে নিতে লোকের বেশীক্ষণ লাগেনা।"

কুন্দের এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য—স্বামীর মনোরঞ্জন। কারণ সে লক্ষ্য করিয়াছিল যোগেশ বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং সারদার হাত হইতে সংসার কাড়িয়া লইলে তিনিও বিরক্ত হইয়া যাইবেন।

"কাল ভোলানাথ বাবুকে এ সকল কথা বলবার জন্যে বৌদিকে আমি একবার বলে দেখব। কি বল তুমি? তিনি কি রাগ করবেন?"

পাছে সারদার মনে দুঃখ হয় এই ভয়েই যোগেশ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

কুন্দ কহিল,—"এতে আর রাগ করবার কি আছে। তবে তিনি যখন তাঁদের আনতে বলেছিলেন, এ কথা শুনলে তাঁর রাগ হ'তেও পারে।"

"তবে যাক। ভগবান যা করেন ভালর জন্যে। এই ত সেদিন আমার অসুখে এত টাকা বেরিয়ে গেল। যখন যা হবার হবেই।"

"তবে আর আমায় কেন জিজ্ঞেস করছ বল।"

তাহার কথা শুনিয়া যোগেশ বিমর্ষভাবে বলিল,—"তুমিও রাগ করছ। আমার আর কে আছে বল দেখি। কার কাছে দু'টো মনের কথা বলব। যত মনে করি কারুর

মনে কষ্ট দোব না, তত যেন সকলে মিলে আমাকে কষ্ট দিতে বাধ্য করে। যাক্, কাল পাঁচজনকে ডেকে হরিধনকে আমি বিষয় ভাগ করে দোব। পরকে জড়িয়ে আর যন্ত্রণা ভোগ করতে পারি না।”

রাত্রিকালে শয্যায় শুইয়া যোগেশের ঘুম আসিল না। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল হরিধনের পৃথক করিয়া দিলে কি সারদা অসন্তুষ্ট হইবেন। লোকের কি বিবেচনা! আমি যে কি পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করি তাহা লক্ষ্য করে না, কেবল নিজের সুখ অন্বেষণেই উন্মত্ত।

গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান ছিল না, এখন তাহা অক্লেশে জুটিয়াছে দেখিয়া লোভ বাড়িয়া গেল। আবার দুধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমি কয়টা দীনদুঃখীকে প্রতি-পালন করিতে পারি যে ইহাদের এমন অত্যাচার ভগবানের শুভ কামনা বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইব। ইহা আমার পক্ষ-পাতিতা—অন্যায়।

ক্রমে চিন্তার আধিক্যে সে উঠিয়া বসিল। পরে বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত ছাদের উপর যাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়া-ইল। শুভ্র বর্ণ পরিহিতা এ নিস্পন্দ রমণীটি কে। তাহার মনে একটু ভয়ের ও সঞ্চার হইল। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিয়া

বুঝিল তিনি সারদা। নিঃশব্দে কাছে যাইয়া যোগেশ ডাকিল—"বৌদি।"

সারদা প্রায় প্রত্যহই এই সময় পরলোকগত স্বামীর সহিত পরজন্মে পুনর্ম্মিলন প্রার্থনা করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন। অতীতের সেই মধুর স্মৃতি মানসপটে ফুটিয়া উঠিবামাত্র চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইত। কবে আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবে। সেই হাসি সেই কথা—যাহা একদিন তাঁহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

কিন্তু আজ তাহাদের এই দেখান বিরহের অন্তরালে এমন মধুর মিলন ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তিনি ত্রস্ত ভাবে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া উত্তর দিলেন,—"কেন ঠাকুরপো ?"

যোগেশ বুঝিল যে সারদা এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কেন যে কাঁদিতেছিলেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া সারদার পার্শ্বে বসিয়া ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কাঁদছিলে বৌদিদি ?"

সহানুভূতিপূর্ণ সরল কথাগুলিতে সারদার ভয় হইল যে যোগেশ বড়ই কষ্ট বোধ করিতেছে।

তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন,—"পাগল হয়েছ ঠাকুরপো। কাঁদবো কেন। ভাবছিলুম যে সংসার আমাদের চলবে কেমন করে।"

"তা বুঝতেই পারছি। আর মিথ্যে কথা কয়ে কাজ নেই, আর সে তুমি পারবেও না। এখন আসল কথা হচ্চে এই যে আমার মনে হ'ত আমি বুঝি তোমাকে খুব সুখেই রেখেছি—কিন্তু তা নয়।" বলিয়া যোগেশের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

"ও কি ঠাকুরপো। ছিঃ অমন করে কি দুঃখ করে। আমি ত বেশ সুখে আছি, ভাই! তবে এক এক সময় তোমার দাদার কথা মনে পড়লে ভাবি মানুষ ম'লে কোথায় যায়।

যোগেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল,—

"দাদা তোমাকে খুব ভালবাসতেন নয়। আমি সে রকম পারব না কি বল বৌদি। হাসছ কেন? মনে করছ আমি কি ছেলেমানুষি কথাই জিজ্ঞেসা করছি।"

"না ভাই, তা মনে করছি না। তবে তোমার ভালবাসা আর তোমার দাদার ভালবাসায় অনেক তফাৎ ঠাকুরপো। আমি তাঁর আপনার লোক ছিলুম, সেজন্যে

তাঁর ভালবাসা কিছু আশ্চর্য্যের ছিল না কিন্তু তুমি যে আমাকে এত ভক্তি কর এইটেই একটা দেখবার জিনিস। ভগবান যদি না শুধু ঐ একটি দুঃখ দিতেন, আমি কখন স্বর্গে যেতেও চাইতুম না।"

কথা শুনিয়া যোগেশ একটু আশ্বস্ত হইল বটে কিন্তু বৌদির দুঃখ যে কি তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—"যা হ'বার তা হয়ে গেছে বৌদি, সেজন্যে আর ভেবে কি কর্ব্বে বল।"

ঠিক এই সময় কুন্দও হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া শয্যাপরে স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া গভীর সন্দেহে বাহির হইয়া আসিল এবং ছাদের সন্নিকট হইয়া অলক্ষ্যে তাহাদের কথোপকথন শুনিবার জন্য গোপনে দাঁড়াইয়া রহিল।

যোগেশ কহিল,—"এইজন্যেই মনে হয় বৌদি, পাপ-পূণ্য সব বাজে কথা। নইলে তোমার মত ভাললোকের এত দুঃখ কেন।"

"পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, ভাই।" বলিয়া সারদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যোগেশ কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার উদ্দাম আবেগে বলিয়া ফেলিল,—"এই কথাটাই আমি বুঝতে

পারিনা বৌদি। কর্ম্মফলের জন্তে যদি জন্মান্তর থাকে মানুষ যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিল তখন ত সকলেই সমান বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল। তবে কেমন করে একজন পাপ করে কানাখোঁড়া হচ্চে আর অন্তজন সুশ্রী পুরুষ হয়ে দিব্যি সুখভোগ করছে। ভগবান ত কারুর পক্ষপাতী ন'ন।"

সারদা উত্তর দিলেন,—"তোমার দাদাকেও আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম ভাই। তিনি বলেছিলেন—পৃথিবীতে থাকতে হলে আলো আর অন্ধকার দুটো জিনিষই যেমন দরকার হয় তেম্নি মানুষও পাপপুণ্যির দুটো বুদ্ধি নিয়েই জন্মেছিল, কিন্তু রাত্রিকালে চোরে যে চুরি করে সেটা কি অন্ধকারের দোষ।"

যোগেশ সে কথায় তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা বেশ, তাই যেন হ'ল। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও দাদা এখন স্বর্গে গিয়ে তোমার জন্তে অপেক্ষা করছেন?"

"না। তিনি যেম্নি এখানে দেহ ত্যাগ করলেন অমনি অপর স্থানে আবার দেহ ধারণ করলেন। তারপর আমার সঙ্গে মিলনের পূর্ব্বে যাঁদের সঙ্গে তাঁর যে সব কর্ম্ম

হয়েছিল সেই সব ফলাফল ভোগ করে শেষে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন।"

"দেখা ত না হ'তেও পারে।"

"পারে বই কি। কিন্তু মনের একাগ্রতা ভয়ানক শক্তি। তার টানে কেউ স্থির থাকতে পারে না ঠাকুরপো।"

যোগেশ ক্ষণকাল বিহ্বলের মত সারদার মুখ পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"তাহলে তুমিই আমার মা, বৌদি। কারণ আমার জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে যখন বুঝতে পারলুম আমি মাতৃহারা, মার জন্যে আমার মন বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। বোধ হয় সেই জন্যে তিনি থাকতে না পেরে তোমাতে ফিরে এসেছেন। বৌদি, বল তুমি কি আমার মা নও? আজ যে তোমাকে "মা" বলে ডাকবার জন্তে আমার মনপ্রাণ আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠছে।" বলিতে বলিতেই যোগেশের শির শ্রদ্ধাভরে সারদার পদপ্রান্তে আনত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের অন্তরালে কুন্দের সন্দিগ্ধ মনও সুধাবিষে মিশিয়া ক্ষণিকের জন্ত চঞ্চল হইয়া স্থির হইয়া গেল। একবার সে স্বামীর পানে চাহিল, একবার সে সারদাকে নিরীক্ষণ করিল

তারপর অনুতাপের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভের জন্য আকাশের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া কহিল, "প্রভু—আমি মহাপাপী—সকল সুখে বঞ্চিত—কিন্তু আর যে সহ্য হয় না—এইবার আমাকে ক্ষমা কর।"

দশম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর তামাক সাজিয়া ভোলানাথ ধূমপান করিতেছিলেন। সারদা একটু দূরে বসিয়া নম্রকণ্ঠে বলিলেন,—"দাদা, ছেলেগুলোর দশা কি করছেন। এই বয়সে যদি না লেখাপড়া শেখে, পরে যে কষ্ট পাবে।"

"তা'ত জানি। কিন্তু কি কর্ব্ব সারদা? শরীরটা এমন খারাপ হয়ে গেছে যে পরিশ্রম করতে গেলেই বুকের ভেতর ধড়ফড় করতে থাকে।"

"তবে এক কাজ করুন। আপনি যখন এই বাড়ীর অর্দ্ধেক বিষয় পাবেন, নিজের চালাঘরখানাকে বিক্রী করে ছেলেদের স্কুলে ভর্ত্তি করে দিন। তারপর যদি নিজেদের চেষ্টা থাকে, ওরা উন্নতি করে নেবে।"

"অনেক পয়সার খেলা। লেখাপড়া শেখান কি আমাদের কাজ। ওদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই আমার ঘরে জন্মেছে।"

সারদা হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ সহজ কথা বলে দিলেন ত। না, না, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান চাই বই কি। নইলে যে পরে ওরা আপনারই দোষ দেবে।"

"তাও জানি সারদা।" বলিয়া ভোলানাথ পূর্ব্বের মত নিশ্চিন্তমনে আবার ধূমপান করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃই আলস্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার উপর শরীর খারাপ এবং অর্জ্জন না করিলেও চলে দেখিয়া তিনি আর নড়িবার ইচ্ছা করিলেন না।

সারদা তাঁহার এই নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া, বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পূর্ব্বে যেখানে চাকরি করতেন সেখানে আর যান না কেন।"

"তাঁরা ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেন—আমি আর কাজ করতে পারি না, কেবল ঘুমোই।"

"সে কথা মিথ্যে নয়। জেগে উঠলেই তামাক খাওয়া আর শুলেই ঘুম, এ'দুটী ছাড়া তোমার দাদার আর অন্য কাজ নেই।" বলিয়া কুসুম কক্ষে পদার্পণ করিলেন।

"আমি বলছিলুম বৌদি, ছেলেগুলোকে এই বেলা না স্কুলে দিলে পরে ওদের কি দশা হবে।"

"গরু চরিয়ে বেড়াবে। আর উনি বসে বসে তামাক খাবেন।" বলিয়া কুসুম একটু রহস্য করিলেন।

সারদার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—দাদার শরীর খারাপ হইয়াছে সত্য কিন্তু এতদিন যখন তিনি নিজের সংসার চালাইতেছিলেন আজ এখানে থাকিয়া এমনি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা কি ভাল দেখায়। তাঁহার যে লজ্জা করে। তিনি একটু দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"আমার মনে হয় এই নেশা করাটাই সর্ব্বনাশের মূল। ওটাকে ছেড়ে দিন, শরীর শীগ্‌গীরই সেরে উঠ্‌বে। তারপর একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা করে ছেলেগুলোকে মানুষ করে তুলুন।"

"তা'ত সত্যিই, ঠাকুরঝি। আজ তোমার দেওর না হয় দয়া করে দু'টি খেতে দিচ্চে তাই কোন ভাবনা নেই। কিন্তু দু'দিন পরে যদি মুখে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়—।"

"ওকি বৌদি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? তোমাদেরই ভালর জন্যে বলছি, এত রাগ করছ কেন?"

"ঐ ত ওর স্বভাব। কার সঙ্গে যে কি ভাবে কথা কইতে হয় তাও জানে না আবার আমাকে উপদেশ দিতে

আসে।" বলিয়া ভোলানাথ এতক্ষণে আবার বাঙ্‌ নিষ্পত্তি করিলেন।

"আমি ত কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার বোন যে কথাটা বল্লে তার কিছু মর্ম্ম বুঝলে কি? সাধ করে আর বলি—ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই।"

এই সময় হঠাৎ শশীভূষণ চিৎকার করিয়া উঠিল—"জেঠাইমা।"

"কি হ'ল রে" বলিয়া সারদা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন শশীভূষণের হাতে খাবার দেখিয়া রামের কুকুরটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতেছে।

সারদা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কুসুমকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বৌদি, তোমাদের কতদিন বলেছি যে কুকুরটাকে বিদেয় করে দাও, তা কি শুনেও শুনবে না?" বলিয়া ছুটিয়া গিয়া শশীভূষণকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিধেকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নিধে, কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দে ত।"

হরিধন নিজের ঘরে বসিয়া পড়া করিতেছিল। পিসিমার কঠোর আজ্ঞা শুনিয়া ত্বরিতপদে উঠিয়া আসিয়া

সরোষে কহিল,—"কি হ'য়েছে যে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেবে ?"

"তুই নিজের কাজ করগে যা। আরে, উনি আবার আমাকে চোখ রাঙ্গাতে এসেছেন।"

নিধে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বড় মা কি আমাকে ডাকছিলেন ?"

"হাঁ। এই কুকুরটাকে একটা ইট মেরে তাড়িয়ে দে ত। লোকের আক্কেলকে বলিহারী।"

অবিলম্বে কুসুমও বাহিরে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"তোমার আক্কেল,ত খুব ভাল ঠাকুরঝি। তা হলেই হ'ল।"

হরিধন জননীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিধেকে শাসাইয়া কহিল,—"খবরদার বেটা, কুকুরকে যদি মারবি ত তোরও মাথা ভেঙ্গে দোব।"

"দিবি বই কি। কুকুর নিয়ে যদি থাকতে হয় তোরা নিজের বাড়ীতে চলে যা। বাছা আমার ভয়ে ভয়ে আধ খানা হয়ে গেল।" বলিয়া সারদা নিধেকে পুনরায় আদেশ দিলেন,—"দাঁড়িয়ে আছিস কেন, মেরে ওটাকে তাড়িয়ে দে না।"

"ও বাবা—এত। বলি ঠাকুরঝি, উটি তোমার নিজের ছেলে না তোমার জায়ের ছেলে ?"

সারদা সে কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু কুসুম তাঁহার সমস্ত মনের বিষ উদ্গীরণ করিয়া পুনরায় কহিলেন,—"তাই ভাবি—মার চেয়ে দরদ কেন ? ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে তা'ত আগে জানি না। জানলে কি এখানে আসতুম। আবার আক্কেল দেখাতে এসেছেন আমাকে। ওলো, অত সাধুগিরি আর দেখাসনি। দুদিন পরেই পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে যাবে।"

সারদা এইবার মুখ ফিরাইয়া প্রতিবাদ করিলেন,—"তার মানে কি বৌদিদি ?"

তাঁহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া গেল।

কুসুম উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন,—"তার মানে জিজ্ঞেস করগে যা তোর জাকে। যার সর্ব্বনাশ করতে তুই বসেছিস। ছি ছিছি, লজ্জাও করে না। তোর হাতে জল খেয়েছি, আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তা জানিস।"

অপমানে অভিমানে সারদা উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া সজল চক্ষে কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সব কি কথা বউ ?"

যোগেশ এতক্ষণ বাজারে গিয়াছিল। কিন্তু প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিয়াই কলহের শেষ অংশ শুনিয়া একেবারে বিহ্বলের মত দাঁড়াইয়া পড়িল।

গতরাত্রে কুন্দ তাহার মনের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তাই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের মত সারদার পানে চাহিয়া সে উত্তর দিল,—"আমি ত কিছুই জানি না দিদি।"

"নিশ্চয়ই তুমি জান। নইলে তিনি তোমার নাম করলেন কেন?" বলিয়া যোগেশ ক্রুদ্ধভাবে স্ত্রীর পানে চাহিল।

কুন্দ যদিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কুটিলতাকে আর কখন প্রশ্রয় দিবে না কিন্তু এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে চকিতে সারদার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিল,—"তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করছি, দিদি, আমি তাঁকে কোন কথা বলি নি।"

সারদা মর্ম্মাহতের মত কাঁদিয়া যোগেশকে কহিলেন,—"ঠাকুরপো, এর চেয়ে আমার মরা ভাল।

যোগেশ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল,—"তুমি মরবে কেন বৌদি। যাদের সাধ করে এনেছ, তাঁরা যা ইচ্ছে হয়

করুন। আমি আর এখানে তাঁদের স্থান দোব না। পাঁচজনকে ডেকে এখনই আমি হরিধনকে বিষয় ভাগ করে দিচ্চি। ওঁরা আলাদা হয়ে থাকুন।"

"হরিধন আর সে হরিধন নেই, ঠাকুরপো। সেও এখন পর হয়ে গেছে।" বলিয়া ক্ষুব্ধ আবেগে সারদা কাঁদিতে লাগিলেন।

কুন্দ কহিল,—"আমিও সে কথা জানি। দিদিকে সে এখন কথায় কথায় অপমান করে।"

রাগে যোগেশের সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। "হরিধন" বলিয়া সে তীব্র স্বরে ডাকিল।

নিজেকে একটু সংযত করিয়া সারদা বলিতে লাগিলেন, —"দাদার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্চে বলে ঠাকুরপো, নিজের জলখাবার বন্ধ করে তাঁর জন্যে দুধের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলুম—এই তার প্রতিফল।"

পাছে স্বামীর মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় কুন্দ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"তাই না কি? আমি মনে করতুম দিদি ভাল লোক বলে পাঁচজনে সুবিধে করে নিচ্ছে। তাহলে তুমি রাত্তিরে কিছু খেতে না বল?"

হরিধন মন্থরপদে কাছে আসিয়া সভয়ে কহিল,—“কি বলছেন ?”

যোগেশ কহিল,—“তোমার বাবাকে বল, এত ঝগড়া বিবাদে কাজ নেই, আজই যেন তাঁরা নিজের বাড়ীতে চলে যান।”

অগত্যা ভোলানাথকে সপরিবারে নিজের বাড়ীতে চলিয়া যাইতে হইল।

কিছুকাল পরে একদিন অতি প্রত্যুষে সারদা যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন হঠাৎ একটী কৃশকায় বালকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং সে একটু নিকটবর্ত্তী হইলে সবিস্ময়ে কহিলেন,—“হরিধন না কি রে ?”

হরিধন সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সারদা তাহার শুষ্ক মুখ এবং ক্লিষ্ট দেহ পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এত সকালে কোথায় যাচ্ছিস ?”

“কাজে যাচ্চি, পিসিমা।” বলিয়া সলজ্জভাবে সে মুখ নত করিল।

"লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিস ? তোর বাবা বুঝি আর চাকরী বাকরী করেন না ?"

"না।"

"সংসারে খুব কষ্ট হয়ে পড়েছে ?"

"হঁ্যা। বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, আমি চল্লুম পিসিমা।" বলিয়া হরিধন পিছন ফিরিল।

"ওরে দাঁড়া দাঁড়া—আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করব।"

সারদার চোখ ফাটিয়া যেন জল আসিতেছিল। হরিধন হাজার অপরাধ করিলেও সে তাঁহার পালিত পুত্র; স্নেহ একবার বদ্ধমূল হইয়া বসিলে সহস্র ঝঞ্ঝাতেও উৎপাটন অসম্ভব। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কখন ফিরে আসবি ?"

"সেই পাঁচটার সময়।"

"পায়ে কি একজোড়া জুতোও জোটে না ? কত দূরে যেতে হয় ?"

"বরাহনগর পাটের কলে।"

"খুব কষ্ট হয় ত ?"

পুনঃপুন সারদাকে ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া হরিধন একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—"না।"

বাড়িতে আসিয়া কোন কার্য্যে সারদার মন লাগিল না। মাতৃস্নেহ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিল। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি কষ্টেই তারা পড়েছে। দাদার ত সেই অবস্থা—হয়ত তিনি আর বাঁচিবেন না। হরিধন চিরকাল সুখের কোলে মানুষ হইয়াছে, একেবারে এত দুঃখ সে কি সহ্য করিতে পারিবে। কিন্তু তিনিই ত তাহাদের সকল দুর্গতির মূল। যোগেশ বিষয় ভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, শুধু তাঁহারই একটা কথায় সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুর্ভাবনায় আতিশয্যে সারদা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন অথচ এ সম্বন্ধে তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। যোগেশ তাঁহার চিকিৎসা করাইতে লাগিল। কিন্তু পীড়ার উপশম হইল না বরং উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

একদিন যোগেশ তাহার স্ত্রীকে বলিল,—"বৌদির জন্যে কি করি বল দেখি?"

কুন্দের মনে তখন ভাবান্তর ঘটিয়াছিল তাই সরলভাবে বলিল,—"আমিও সেই কথা ভাবছি। তুমি যদি অফিস

থেকে দিনকতকের ছুটি নাও, দিদিকে নিয়ে চল একটু হাওয়া বদলে আসি।”

“হাতে ত একটিও পয়সা নেই। কি করে এত খরচ চালাব ?”

“আমার এই গয়নাগুলো বিক্রী করে ফেল। দিদি বেঁচে উঠলে তাঁর আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না।”

স্ত্রীর এই অলৌকিক সহানুভূতি এবং অসাধারণ সহৃদয়তা দর্শনে যোগেশের মনে আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। প্রফুল্লতার হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া সে বলিল, “কুন্দ, তোমার মুখে যে এমন কথা শুনব, আমি কখন আশা করিনি। সত্য কথা বলতে কি, আজ তোমাকে আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে ইচ্ছা করছে। আমি জানতুম, তুমি বড় কুটিল, তাই একদিনের জন্যেও তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসতে পারি নি।” বলিয়াই যোগেশ অত্যন্ত বিনীতভাবে কুন্দের একটি হাত ধরিল। কুন্দ লজ্জায় মুখ অবনত করিল।

যোগেশ কহিল—“লজ্জা কি কুন্দ। আমি ত তোমার পর নই। যদি প্রকৃত ভালবেসে থাক আত্মপ্রকাশ করতে

কুণ্ঠিত হয়োনা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আজ তোমাতে আমাতে এক।”

কুন্দ আজ বহুকাল পরে তাহার স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গভীর অনুতাপে কাঁদিয়া ফেলিল,—“আমাকে ক্ষমা কর তুমি। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।”

“ছিঃ, কেঁদ না। ভগবানকে ডাক তিনিই তোমার মনের ময়লা ধুয়ে দেবেন। বুঝতে পেরেছ ত, পরের মন্দ করতে গেলে, আগে নিজের মন্দ হয়। এস এখন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি—তিনি কোথায় যেতে ইচ্ছা করেন।”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিধনের বারটি টাকা মাহিনায় সংসার চলে না দেখিয়া ক্রমে রামধনও দাদার সহিত বাহির হইয়া আরও ছয়টী টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিতে লাগিল। তখন তাহার বয়স মাত্র আট বৎসর। একদিন সে জননীকে বলিল,—"মা তুপুর বেলায় বড় ক্ষিদে পায়।"

কুসুম বুঝিলেন পুত্র কিছু অন্যায় বলে নাই। সকাল ছয়টার সময় তুটি অন্ন মুখে গুঁজিয়া বিকাল পাঁচটা অবধি সারাদিন একটানে পরিশ্রম করা এতটুকু বালকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু জলখাবারের জন্য তিনি কি ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিপদের সময় লোকের বুদ্ধিভ্রম ঘটে। হরিধন আসিয়া সেকথা শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিল,—"ঘরে চাল ভেজে রেখ না মা। আমরা পকেটে করে তাই তুটি তুটি নিয়ে যাব। কি বলিস রাম?"

রাম মনের উল্লাসে দাদাকে সমর্থন করিয়া কহিল,—

"সেই বেশ হবে মা। দাদা তোমার লঙ্কাগাছটায় বোধ হয় এতদিনে লঙ্কাও হ'য়েছে, কি বল?

"না ভাই! এখনও হয় নি। মোটে ফুল ধরেছে।"

এই নিতান্ত দুর্দ্দিনেও সামান্য বিষয়ে পুত্রগণের এইরূপ আনন্দ দেখিয়া কুসুম ধীরে ধীরে ভোলানাথের কাছে যাইয়া বলিলেন,—"গরীব বটে আমরা কিন্তু ছেলেগুলি যেন হীরের টুক্‌রো। সামান্য চাল ভাজা খেতে পাবে বলে কি আনন্দই করছে।"

ভোলানাথ নিজে বড় আলস্যপ্রিয় ছিলেন এবং সম্প্রতি শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া সারদার অনুগ্রহে নির্ভাবনায় জীবনযাপন করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুখরা স্ত্রীর অত্যাচারে সে সুযোগ নষ্ট হইল দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের সীমা ছিল না। তাই বিরক্তির স্বরে উত্তর দিলেন,—"তুমিই ত যত অনিষ্টের মূল। নইলে কি আজ ওদের চাল ভাজা খেতে হ'ত।"

কুসুম এইবার উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—"আমি যত অনিষ্টের মূল? কেমন করে জান্‌লে? তোমার বোন বলে ত আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। যদি তাকে ভাল বলে মনে হয়, তুমি

সেইখানে গিয়ে থাকতে পার। এখানে বসে বসে ছেলেদের অন্ন ধ্বংসাচ্চ কেন?"

ভোলানাথ সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবার নীরবে শুইয়া রহিলেন।

কুসুম কিন্তু তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। সদর্পে গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"যদি এত ঝগড়া করতে পার, খাটতে পারনা কেন? বোন বড় ভাল আর আমি বড় মন্দ। যাও, বোনের পায়ে ধরে সেখানে গিয়ে থাকগে, এখানে আর তোমার পোষাবে না।"

"না গো না, আমার ভুল হ'য়েছে। তুমিই খুব ভাল। আর চেঁচিও না।"

"বেশ কর্ব্ব চেঁচাব। তোমার খাই যে তুমি বলবে? ছেলেরা আমার বেঁচে থাক, আমার ভয় কি? তোমার বোন না হলে কি আমার চলবে না? মাগী তাই মনে করেছিল বটে কিন্তু ভগবান ত আছেন।"

কয়েক দিন পরে ভোলানাথের তামাক ফুরাইয়া আসিল। কুসুমকে বলিতে গেলে হয়ত সে তাড়া করিয়া আসিবে। ভয়ে তিনি চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

এই সময় একজন পুরাতন দোকানদার আসিয়া

বাটীর বাহির হইতে ডাকিল,—"ভোলানাথ বাবু বাড়ী আছেন ?"

"কে হে রামশরণ না কি ?" বলিয়া ভোলানাথ শয্যা ছাড়িয়া উন্মুক্ত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইলেন।

রামশরণ কহিল,—"অনেক টাকা পাওনা হয়েছে বাবু কবে দেবেন ?"

"কাজকর্ম্ম নেই বলেই দিতে পারছিনা রামশরণ। কিছু মনে ক'রোনা। শরীরের অবস্থা বড় খারাপ, দেখছ ত।"

"তা'ত দেখছি। কিন্তু টাকাগুলো কি আমাদের মারা যাবে মশাই। আপনি ত মাঝে কোথায় চলে গিয়েছিলেন, আমরা ভাবলুম বুঝি আপনি পালালেন। টাকাগুলো দিয়ে দেবেন মশাই, নইলে বড় অভদ্রতা হবে তা বলে দিচ্চি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিতে না করিতেই অপর একজন আসিয়া কহিল,—"এই যে ভোলানাথবাবু— আঃ বাঁচলাম। তারপর, মহাশয়ের ত দেখা পাওয়াই যায় না। ব্যাপার কি বলুন দেখি।"

"ব্যাপার আর কি ভাই। টাকার জন্তে এসেছ ত ? আর দু'দিন অপেক্ষা কর, সব শোধ করে দোব।"

"না, না, ও সব বাজে কথা রেখে দিন। জানি আপনি অনেককে ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমাদের পারবেন না। আজ টাকা নোব, তবে আপনার বাড়ী থেকে উঠবো।"

কুসুম এতক্ষণ বাসন মাজিতে গিয়াছিলেন। কক্ষে ঢুকিয়া আগন্তুকের কথায় তাঁহার পিত্ত অবধি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার এইটুকুই বিশেষত্ব ছিল যে স্বামীকে যদিও কুকথা বলিতে নিজে তিনি একটুও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না কিন্তু অপরে তাঁহাকে অন্যায় বলিলে তিনি চটিয়া যাইতেন।

স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুককে শুনাইয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"উনি কে যে এত কথা বলছেন? যদি তোমাকে বিশ্বাস না হয়, নালিশ করে নিতে বল।"

বামাকণ্ঠের তিরস্কার শুনিয়া আগন্তুক অবাক হইয়া গেল। কি যে প্রতিবাদ করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া শেষে নম্রকণ্ঠে বলিয়া গেল,—"আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকা ফেলে রাখলে আমাদের চলে না। বুঝলেন ভোলানাথবাবু? যত শীগগীর পারেন দিয়ে আসবেন।"

ভোলানাথ দেখিলেন এক্ষেত্রে তাঁহার মুখরা স্ত্রীই যেন

আশীর্ব্বাদরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন,—"দেখছি সব সময় নম্র কথা বল্লেও লোক তুষ্ট হয় না। ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছিলে।"

"কত টাকা ওঁর পাওনা?"

"বেশী নয়—দশবার টাকা। এঁর আগে আমাদের পুরোনো মুদি রামশরণও এসে তাগাদা করে গেছে। সে প্রায় বিশত্রিশ টাকা পাবে।"

কুসুম অধোমুখে বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ বলিলেন,—"ওগো আমার যে তামাক ফুরিয়েছে।"

"ফুরিয়েছে আর খেয়োনা, দেখছ ত সংসার কেমন করে চলছে।"

"তা জানি। তবে নেশাখোর লোক কিনা, বড় কষ্ট হয়।"

"আমিই বা কি কর্ব্ব বল। দুধের ছেলেগুলো যে কি কষ্ট করছে দেখতে পাচ্চ ত। তোমার শরীরটা কি এখনও একটুও সারেনি?"

"সারলে আর তোমার মুখ নাড়া খেয়ে বসে আছি।"

"আমার মুখ ছিল বলে এ যাত্রা তুমি বেঁচে গেলে তা

জ্ঞান।" বলিয়া কুসুম একটু হাসিয়া স্বামীর জন্য তামাক আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

শীতকাল। মাঘমাস। সকালে উঠিয়া কাজে যাইতে হরি এবং রামের বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কুসুম যদিও তাহা বুঝিতে পারিয়া মরমে মরিয়া যাইতেছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না।

একদিন হরিধন রুষ্টভাবে জননীকে কহিল, "একখানা চাদরে আর দু'জনের কুলোয় না মা। রামকে তুমি আর একখানা চাদর কিনে দাও।"

"কুলোয় না তা জানি বাবা। কিন্তু আর একখানা চাদর কেনবার পয়সাও ত নেই।"

"বাবার জন্যে তামাক কেনবার পয়সা জুটতে পারে ত? আমি ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। যেখান থেকে পার রামকে তুমি একখানা চাদর কিনে দাও।"

কথাগুলি কুসুমের প্রাণে শেলসম বিঁধিল। হরিধন চলিয়া গেলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—এখন কি করা যায়। বাপ মা কষ্টে পড়লে ছেলেরাও ফিরে চায় না। এই ত কলির ধর্ম্ম। এই ছেলেদের উপর বিশ্বাস করে আমি গুমোর করে মরি। পোড়া কপাল আমার। এর

চেয়ে আত্মঘাতী হ'য়ে মরা ভাল। কিন্তু উনি যে অসুস্থ। আমি মারা গেলে কেউ ত ওঁকে দেখবে না। মাসে না হয় চার আনার তামাক খান, তাতেই এত কথা।

ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া কুসুম ভোলানাথকে বলিলেন,—“দেখ, আমি মনে করছি যদি কোথাও রাঁধুনীবৃত্তি জোটে তাই করব। তুমি কি বল? রামুর একখানা চাদর নেই বলে সে বলছিল তার বড় কষ্ট হয়। তারপর ধর, আমাদেরও অনেক টাকা দেনা আছে। ছেলেরা যা আনছে, তাতে যদি সংসার চলে যায়, আমার টাকা নিয়ে তুমি দেনা শোধ করে দিতে পারবে।”

ভোলানাথ জানিতেন তাঁহার স্ত্রী কেবল ঝগড়াই করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জন্য যে এত হীনতাও স্বীকার করিয়া পরিশ্রম করিতে পারেন তাহা এই প্রথম বুঝিলেন। পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিতে যাইবার কথা শুনিয়া অতি কষ্টে চোখের জল চাপিয়া বলিলেন,—“সেটা ভাল দেখায় না। আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, দেখি কোথাও যদি একটা চাকরীর সন্ধান পাই” বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

কুসুম বলিলেন,—“না না তা হবে না। আমি

তোমাকে এখন চাকরী করতে দোব না। এ শরীর নিয়ে কি কেউ খাট্‌তে পারে। যখন দুঃখে পড়েছি, আমাদের লজ্জা কি?"

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার একটি ঝিকে দেখিয়া কুসুম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ক্ষিরি, একটা কথা শুনে যা।" পরে ক্ষিরি যখন তাঁহার সম্মুখীন হইল তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোর সন্ধানে কোথাও কাজ খালি আছে?"

"সে আবার কি কথা মা?"

ক্ষিরি অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিল। অবাক হইবারই কথা। কারণ ভদ্রঘরের মেয়ে যে দাসীবৃত্তি করিতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল না।

কুসুম একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কারুর বাড়ীতে কোন কাজ খালি হলে আমাকে বল্‌বি। আমার আর সংসার চল্‌ছে না। বাবুর অসুখ। ছেলেগুলো বল্‌তে গেলে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্চে।"

"আহা, তোমাদের এমন দশা হ'য়েছে মা।"

"সে কথায় আর কাজ নেই, ক্ষিরি। তুই আমাকে একটা চাকরী যোগাড় করে দে।"

"ভদ্দরলোকের মেয়ে তুমি, আমাদের মতন ঝি

চাকরাণী হ'তে ত পারবে না। এক রান্নাবান্নার কাজ হ'লে করতে পার, কেমন মা?"

"তা বই কি। তবে যদি তাও না জোটে, তোরা যা করবি আমিও তাই করব। ভদ্দরলোকের মেয়ে বলে আমাকে ত কেউ চেনে না।"

ক্ষিরি হাসিয়া বলিল,—"সে কি তুমি পার মা। বাসন মাজা, জল তোলা, গরুর জাব দেওয়া—বড় বিচ্ছিরি কাজ। তারপর মাইনে হয়ত ছ'টাকা কি সাত টাকা। তাতে কি হবে তোমার মা। তার চেয়ে যদি সুবিধে হয় একটা রাঁধুনীগিরি জুটিয়ে দোব, যাতে ছ'পয়সা বেশ পাবে।"

"কিন্তু আমার আর দেরি সইছে না ক্ষিরি। আজই যদি হয়, ত আজই ভাল। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ওসব কাজ আমি নিজের বাড়ীতে করি, আর পরের বাড়ীতে পারব না?"

"আচ্ছা মা, আমি কালই তোমাকে খবর দিয়ে যাব।"

"কিন্তু দেখিস মা, কারুখ্যে যেন কিছু বলিস নি।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সারদা যখন শুনিলেন যোগেশ স্ত্রীর সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিবার উদ্যোগ করিতেছে কুন্দকে ডাকিয়া তিনি দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিলেন,—"এসব তোরা কি করিছিস বউ। ঠাকুরপোকে বল আমি কোথাও যাব না।"

কুন্দ কহিল,—"কেন দিদি ?"

"আমার অসুখ ত এমন কিছু শক্ত নয় ভাই, কেন মিছে খরচ।"

"অসুখ তোমার শক্ত কি সহজ তুমি কেমন করে বুঝবে দিদি। ডাক্তার যে ওঁকে কি বলে গেছে, তা আমিও জানি না। তবে আমার মনে হয় উনি যা করছেন তা ভাল।"

"ডাক্তারে যদি সব রোগ ধরতে পারত, তাহলে ত লোক মরতই না, বউ। ওসব কথা ছেড়ে দে। আমার জন্যে তোদের কোন ভয় নেই। আর ভয়ই যদি থাকে,

তোরা কি আমাকে হাত দিয়ে ধরে রাখবি, না এখান থেকে চলে গেলেই মরণ আমাকে দেখতে পাবে না।”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ম্লান মুখখানি তুলিয়া কুন্দ অত্যন্ত ব্যথিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“দিদি, তুমি সত্যি করে বল দেখি, আমাদের ছেড়ে কি তুমি এইবার পালাবে ?”

সারদা হাসিয়া ফেলিলেন। যদিও তাঁহার সন্দেহ হইতেছিল এ যাত্রা বোধ হয় রক্ষা পাইবেন না কিন্তু এরূপ ব্যাকুলতার সম্মুখে অন্তরের কথা অপ্রকাশ রাখিয়া কুন্দকে সাহস দিয়া বলিলেন,—“আমি মনে করেছিলুম, শুধু ঠাকুরপোই পাগল হ'য়েছে, তা নয়। এখন দেখছি, তুইও পাগল হয়ে গেছিস বউ। আমার কি হয়েছে যে এর মধ্যে তোদের এত ভাবনা। আর যদি তাই হয়, ভাববার ত কিছু নেই ভাই। এই দেখ আমাদের শাশুড়ী মারা গেলেন, তারপর তোর ভাশুরও গেলেন, দেখতে দেখতে সেদিন বাবাও চলে গেলেন। কেউ ত এখানে চিরকাল থাকবে না ভাই।”

কুন্দ অধোমুখে বসিয়া রহিল। সে দৃশ্য সারদার চক্ষে ভাল লাগিল না। সান্ত্বনা দিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন,—

"ওকি বউ, অমন করে বসে আছিস কেন ভাই। একবার আমার দিকে মুখ তুলে চা' দেখি।"

এই সময় যোগেশ আসিয়া সারদাকে বলিল,—"বৌদি হরিধনের বাপ কি রকম লোক বল দেখি। শুনলুম, হরি আজকাল কলে যাচ্ছে। আবার তার মা ওপাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ীতে রাঁধুনী হ'য়েছেন। তবুও ভোলানাথবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে একটা চাকরীর চেষ্টা দেখছেন না।"

সারদা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল কি ঠাকুরপো! তাঁদের এখন এমন দশা হ'য়েছে? বৌদি পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করছেন?"

যোগেশ উত্তর দিল,—"তবে আমার মনে হয় বৌদি, হরিধনের মা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন বলে ভোলানাথবাবু তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে এমন করছেন।"

অবসন্ন ভাবে সারদা বলিলেন,—"হতে পারে। কিন্তু ছেলেগুলোর ত কোন দোষ নেই। তাদের এমন করে জব্দ করবার কারণ কি। দাদাও যেমন, বৌদিও তেমি।"

"সে কথা মিথ্যে নয়" বলিয়া যোগেশ একটু হাসিয়া পুনরায় কহিল,—"হরিধনকে সেবার মেরেছিলুম বলে ভোলানাথবাবুর কি রাগ। মনে পড়ে বৌদি?"

"পড়ে না ঠাকুরপো ? ওকি বউ, আমাদের ভেতর ত কেউ পর নেই যে মুখে এতখানি ঘোমটা দিয়ে বসে আছিস্।"

কুন্দের যেন আরও লজ্জা হইল। যোগেশ কহিল,—"ঘোমটা খুলে ফেল না। বৌদি যখন বলছেন, তোমার এত লজ্জার দরকার কি। উনি আমাদের মা তা জান।"

সারদার এইবার কান্না পাইতে. লাগিল। এমন লোকের সঙ্গে কেনই বা তারা ঝগড়া করলে, কেনই বা এত কষ্টে পড়ল ভাবিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। যোগেশের মন খুবই উন্নত। শুধু তাঁহার প্রতি কেন, সকলকেই সে বড় যত্ন করিত কিন্তু তবুও যখন তাহারা এত অত্যাচার করিয়াছে, পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে বলিলে হয়ত সে অসন্তুষ্ট হইবে, যদিও বা অসন্তুষ্ট না হয়, নিশ্চয়ই সে দুঃখিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কুন্দ এতক্ষণে অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিয়া যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"হরিধনদের তুমি আবার আস্‌তে বল।"

সারদা তৎক্ষণাৎ নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"না, না, তাদের এসে আর কাজ নেই। যে যেমন কাজ

করবে সে তেমি ফলই পাবে। তাদের ত আমরা অযত্ন করিনি।"

"সে কথা তুমিই জান বৌদি। আমি ত তোমার ওপরেই সব নির্ভর করে বসেছিলুম। যদি বল, আমি আবার তাদের এখনই ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।"

"কাজ নেই ভাই। ভগবান তাদের কষ্ট দেবেন তা আমরা কি করব।"

মুখে বলিলেন বটে "কি করব" কিন্তু তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল।

যোগেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর কুন্দকে কহিল,—"রাত হ'য়ে এল; আমাকে ভাত দেবে চল।"

পরদিন সারদার চক্ষু দুইটি অশ্রুসিক্ত দেখিয়া কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, তুমি কাঁদছ?"

সারদা তখন হরিধনদের দুঃখে যন্ত্রনা পাইতেছিলেন। তবু মিথ্যা কহিয়া বলিলেন,—"দূর, চোখে একটা কি পড়েছে।"

"কি পড়ল দিদি, কই দেখি" বলিয়া কুন্দ ব্যস্তভাবে তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

সারদা মনে মনে হাসিয়া একটা গভীর বেদনা অনুভব

করিলেন। তিনি ভাবিলেন—এই দুইটি নিরীহ প্রাণী তাঁহাকে কি ভালই বাসে। কিন্তু এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহাদিগের সহিত আজ তাঁহাকে চাতুরী করিতে হইতেছে।

চক্ষু পরীক্ষা করিয়া কুন্দ কহিল,—"কই দিদি, কিছুই ত পড়ে নি।"

"তবে বোধ হয় জলের সঙ্গে আপনই. বেরিয়ে গেছে ; হাঁ রে, শশিভূষণকে যে বড় দেখতে পাই না।"

"পাছে এ ঘরে এসে সে গোলমাল করে তাই বারণ করে দিয়েছি।"

"তোদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব একেবারে গেছে বউ। যা —তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

কুন্দ উঠিয়া গিয়া শশীকে সঙ্গে লইয়া আসিল।

সারদা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কুন্দের পানে চাহিয়া একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বউ, কাজ কর্ম্ম তুই শিখ্‌বি কবে। একটা ছেলে—তাও যত্ন করতে পারিস না। দেখ দিকিনি গায়ে কত ময়লা পড়েছে।"

শশী তাহার জেঠাইমাকে বড় ভালবাসিত। সুযোগ

পাইয়া কহিল,—"মা আমাকে তোমার কাছে আস্‌তে দেয় না জেঠাইমা।

"তুমি মার কথা শুনোনা বাবা। আমি বলছি তুমি রোজ এস" বলিয়া সারদা সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

কিছুক্ষণ সারদার পার্শ্বে শুইয়া থাকিয়া শশিভূষণ তাঁহাকে বলিল,—"জেঠাইমা, আমাকে একখানা ঘুঁড়ী কিনে দেবে।"

"এই জন্যেই আস্‌তে দিই না দিদি। এলেই তোমাকে জ্বালাতন করবে" বলিয়া কুন্দ পুত্রের মুখপানে চাহিয়া হাসিল।

সারদা তাহা লক্ষ্য না করিয়া শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘুঁড়ি ওড়াতে তুই শিখেছিস্ শশী?"

অক্ষমতার পরিচয় দিতে লজ্জিত হইয়া শশিভূষণ একটু হাসিল।

সারদা বলিলেন,—"আচ্ছা, বাবা, নিধিকে বলে আমি তোমাকে দু'খানা রঙিন ঘুঁড়ী কিনে এনে দোব এখন।"

অপরাহ্নে আফিস হইতে ফিরিবার সময় যোগেশ ডাক্তারের সহিত দেখা করিয়া বিমর্ষভাবে বাড়ী আসিয়া

স্ত্রীকে ডাকিয়া গোপনে কহিল,—"এতদিনে আমি মাতৃহারা হ'লাম।"

তাহার সকরুণ কণ্ঠস্বরে শঙ্কিত হইয়া কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বল দেখি ?"

"ডাক্তার বল্লে,—বৌদির ক্ষয়রোগ জন্মেছে। সে আর চিকিৎসা করতে পারবে না। তবে বড় ডাক্তার নিয়ে এলে হয়ত কোন সুবিধে হ'তে পারে।"

কুন্দ কহিল,—"ক্ষয়রোগ কি গো ? ক্ষয়কাশ ?"

"হাঁ। ওঃ, বৌদি আমাদের কি স্নেহই করতেন। যেন সাক্ষাৎ মা দুর্গা" বলিয়াই মাথায় হাত দিয়া যোগেশ সেইখানে বসিয়া পড়িল এবং পুনরায় বলিতে লাগিল,—"একদিনেরও জন্যে আমাকে কোন বিষয়ে ভাবতে হয় নি। তাঁর আশীর্ব্বাদ যেন ধন্বন্তরি ছিল।"

স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কুন্দের বড় কষ্ট হইল। নম্র ভাবে সে বলিল,—"এত হতাশ হ'য়ে প'ড়না। ভাল ডাক্তার দেখলে যদি ভাল হ'য়ে উঠতে পারেন, একবার চেষ্টা করে দেখ।"

"মিছে চেষ্টা কুন্দ, আর সব মিছে। এ রোগ চিকিৎ-

সার বাইরে—ডাক্তারের অসাধ্য'' বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষু দু'টি ভারাক্রান্ত হইল।

কুন্দও ব্যাকুলভাবে কহিল,—"লোকে কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। যদি হাতে আর না টাকা থাকে আমার এই মাকড়ী দু'টো বিক্রি করে এখনি একজন বড় ডাক্তারকে নিয়ে এস। ভগবান কি এমনি বিমুখ হবেন। আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

"কুন্দ, এখন তুমিই আমার একমাত্র সহায়। বল, আমাকে কি করতে হবে। আমি আর কিছুই বুঝতে পারছি না।"

স্বামীকে পাগলের মত চিৎকার করিতে দেখিয়া কুন্দ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"অমন করে চেঁচিও না। দিদি শুন্‌তে পাবেন। তাঁর এখনও বিশ্বাস—অসুখ তেমন শক্ত নয়—সেরে উঠ্‌তে পারেন" বলিয়া কানের মাকড়ী দুইটি খুলিয়া সে যোগেশের হাতে দিয়া আবার কহিল,— "যাও, আর দেরি ক'রোনা।"

যোগেশ চলিয়া গেল। সহসা কুন্দের মনে হইল ছোট ছেলেদের মনে পাপ থাকে না, সেইজন্ত লোকে বলে তাহারা নারায়ণের তুল্য। তাই ত্বরিতপদে কক্ষ হইতে

বিভ্রান্ত হইয়া শশিভূষণকে কাছে ডাকিয়া কহিল,—"আচ্ছা শশী, বল দেখি তোর জেঠাইমা সেরে উঠবেন কি না।"

শশী তখন ঘুড়ি লইয়া খেলায় মত্ত ছিল। বাধা পাইয়া বিরক্তির স্বরে উত্তর দিল,—"তা আমি কি জানি মা। বাবাকে তুমি জিজ্ঞাসা ক'রো।"

শশীর তখন বয়স হইয়াছে। তাহাকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা ভুল। কিন্তু মায়ের চক্ষে সে যেন সকলের চেয়ে ছোট বলিয়া প্রতীত হইল। কুন্দ সস্নেহে তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া পুনরায় কহিল,—"বল্ না বাবা, তোর জেঠাইমা সেরে উঠবেন কি না?"

"উঠবেন" বলিয়াই হাসিয়া সে জননীর অঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ক্রমে সারদার দিন ফুরাইয়া আসিল কিন্তু তখনও তিনি মনের মধ্যে চিন্তা করিতেছিলেন,—"পর গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে কুসুমের কত কষ্ট হইতেছে, অল্প বয়সে লেখাপড়ায় বঞ্চিত হইয়া জীবনের কি সর্ব্বনাশই হইল। একমাত্র তাঁহারই জিদেতে তাহাদের এমন দুর্দ্দশা। নতুবা সেদিনও যোগেশ তাহাদিগকে বিষয় ভাগ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল।"

সারদার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল।

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল,—"দিদি, কি কষ্ট হচ্চে তোমার ?"

স্নেহ কোমল সকরুণ সম্বোধনে সারদার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি এতক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই যে কুন্দ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। শুষ্ক ম্লান মুখে হাসি ফুটাইয়া জবাব দিলেন,—"কই ভাই, আমার ত কোন কষ্ট হচ্চে না।"

"তবে যে তুমি কাঁদছ। আমার কাছে লুকিয়ে রেখোনা দিদি, বল তোমাব কি কষ্ট হচ্চে।"

সারদার মনে এইবার তাহাদের জন্য বাস্তবিকই বড় কষ্ট বোধ হইল।

"মাথাটা একটু টিপে দে" বলিয়া মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আর চিন্তা করব না। যারা আমার এত আপনার তাদের মনে বৃথা কষ্ট দিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন। পাপীর জন্য ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করে ফেল্লে যদি নির্দোষীরা দুঃখ পায় আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ব। যাঁর জন্য আমার এত সাধনা, তিনিও হয়ত শেষে দেখা দেবেন না।

নিজেকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য সারদা এইবার স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময় কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে লইয়া যোগেশ কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কুন্দ সরিয়া গেল।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বাহিরে আসিয়া ডাক্তার কহিল,—"আর কিছু নেই। বোধ হয় আজ রাত্তিরেই শেষ হ'য়ে যাবেন।"

"বলেন কি ডাক্তারবাবু। উঃ ভগবান—।" যোগেশের চক্ষু হইতে অবিরল ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

"এঃ, আপনি একটা বালকেরও অধম। আমাদের হিন্দু-ঘরের বিধবার ত মরণই মঙ্গল। এত কাতর হ'য়ে পড়ছেন কেন? এ ত শুধু আপনার কাছে নূতন নয়। এ বিপদ আপনার ঘরেও যেমন আমার ঘরেও তেম্নি" বলিয়া কঠিন তিরস্কারে ডাক্তার তাহাকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইল।

যোগেশ কহিল,—"না ডাক্তারবাবু। আমার আর কেউ নাই। আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।"

ডাক্তার চলিয়া গেল।

কুন্দ ছুটিয়া আসিয়া যোগেশের একটি হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—"চুপ কর, চুপ কর।"

"আর চুপ করব না। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল"

তাহার অবস্থা দেখিয়া কুন্দও কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—"ডাক্তার কি বল্লেন?"

"বল্লেন—আজ রাত্তির আর কাটবে না।"

"মিথ্যে কথা—কিছু জানে না সে। তুমি আর এক-জনকে ডেকে আন। আমি মা কালীকে মানসিক করে রেখেছি।"

যোগেশ কোন প্রত্যুত্তর দিল না। দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল।

কুন্দ বলিল,—"হরিধনদের একবার খবর দাও।

"যা হয় কর তুমি। আমাকে আর কিছু ব'লো না। আমি এইবার পাগল হ'য়ে যাব। উঃ, বৌদি আমার কি লোকই ছিলেন।"

নিধিকে ডাকিয়া কুন্দ তাহাকে ভোলানাথবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল এবং তারপর চক্ষু মুছিয়া মন্থরপদে আসিয়া সারদার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

সারদা কহিলেন,—"মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে ত বৌ। তোর হাতটি বেশ ঠাণ্ডা।"

কুন্দ তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল এবং

মনে মনে ভাবিতে লাগিল—বাস্তবিকই এমন লোক হয় না। সে তাঁহাকে কত কষ্ট দিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু একদিনের জন্যেও তিনি একটি কুকথা তাহাকে বলেন নাই। আজ রাত্রিই শেষ রাত্রি। আর তাহাকে কেহ এমন স্নেহ করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসাও করিবে না—বউ কেমন আছিস আজ। এতদিনে সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইল।

ক্রমে ক্রমে কুন্দের চক্ষু দু'টি অশ্রুপূর্ণ হইলে দুই এক ফোঁটা জল সারদার কপালে পড়িল।

তিনি সচকিত হইয়া একটু চাহিয়া বলিলেন,—"কাঁদচ কেন, দিদি ?"

এমন সম্বোধন তাহাকে আর কে কবে করিবে ? কুন্দ একেবারে অজস্রধারায় কাঁদিয়া ফেলিল। "দিদি গো" বলিয়াই রুদ্ধ কণ্ঠে সারদার বক্ষের উপর ধীরে ধীরে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বাসভরে সে পুনরায় কহিল,—"দিদি, আমাদের কি এইবার ছেড়ে চল্লে ?"

"সে কি রে—কি পাগল। ছিঃ, অমন করে কি কাঁদতে আছে ভাই। ভয় কি—ভগবানকে ডাক—তোমার ভাল হবে।"

"ভগবান নেই বৌদি" বলিয়া যোগেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কেন থাকবেন না, ভাই। দেখো তোমার মন্দ কখন হবে না।" তিনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

এই সময় ভোলানাথ প্রভৃতিকে লইয়া নিধিরাম কক্ষে পদার্পণ করিল।

হরিধন তাড়াতাড়ি সারদার কাছে গিয়া ডাকিল,—"পিসিমা—।"

"কে রে, হরি এসেছিস্" বলিয়া নিষ্প্রভ চক্ষে হরিধনের পানে চাহিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

"ঠাকুরঝি, আমিও এসেছি" বলিয়া কুসুম তাঁহার সন্নিকট হইলেন।

"এসেছ বৌদি, দাদা কোথায়?"

"এই যে সারদা" বলিয়া ভোলানাথবাবু উত্তর দিলেন।

"আমাকে একটু পায়ের ধুলো দিন" বলিয়া সারদা উঠিবার চেষ্টা করিতেই ভোলানাথ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"থাক থাক, আমি নিজেই দিয়ে দিচ্ছি।"

যোগেশ ইঙ্গিতে কুন্দকে ডাকিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

কুসুম কহিলেন,—"তাইত ঠাকুরঝি, তোমার এমন অসুখ কেন হ'ল বল দেখি।"

সারদা তাহার প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মুখখানি সহসা ম্লান হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—যোগেশ যদি দয়া করিয়া হরিধনকে এইবার বিষয় ভাগ করিয়া দেয়। আহা, বেচারীদের দেখ্‌লে কষ্ট হয়। কিন্তু কেমন করিয়া তিনি এ কথা তাহাকে বলিবেন।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিল।

যোগেশ আসিয়া কহিল,—"বৌদি, এই কাগজখানা একবার দেখ।"

তাহার চক্ষু দু'টি অশ্রুসিক্ত।

"কি ভাই" বলিয়া সারদা হাত বাড়াইতে গেলেন; কিন্তু সামর্থ্য তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে; তিনি হাত তুলিতে পারিলেন না।

অতিকষ্টে অশ্রুবেগ রুদ্ধ রাখিয়া যোগেশ কহিল,—

"হরিধনকে তোমার অর্দ্ধেক বিষয় ভাগ করে দিলুম, বৌদি।"

সারদা কোন উত্তর না দিয়া আনন্দে চক্ষু মুদিয়া ভগবানের কাছে দেবরের জন্য মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।

কথা শুনিয়া কুসুম একেবারে অবাক হইয়া স্বামীর পানে বিস্ময়ে চাহিলেন—বুঝি এরূপ ঘটনা ইতিপূর্ব্বে তিনি আর কখনও দেখেন নাই।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া সারদা আবার কথা কহিলেন। যোগেশকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ঠাকুরপো, একবার আমার কাছে এসে একটু ব'স।"

যোগেশের অশ্রু এইবার কোন বাধা মানিল না। আজ যে তাহার কেহই নাই। যাঁহাকে পাইয়া সে মাতৃশোক, পিতৃশোক, সব ভুলিয়াছিল, আজ তিনিও তাহাকে ছাড়িয়া চলিলেন।

সারদা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"কেঁদনা ভাই। তোমার মুখে হাসি দেখে মরব, আমার বড় সাধ। মনে কর ভাই, আমি তোমার দাদার কাছে যাচ্ছি।"

"তাই না হয় মনে কল্লুম বৌদি কিন্তু আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ। আমি যে তোমাকেই মা বলে জানতুম" বলিতে বলিতে সে চক্ষু দুইটি বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া ফেলিল। সারদাও নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না, দিদি" বলিয়া কুন্দও কাঁদিতে লাগিল। ভোলানাথবাবু যোগেশকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সারদার পদপ্রান্তে বসিয়া যোগেশ আবার একবার ডাকিল,—"বৌদি—" কিন্তু আর কোন কথা কহিতে পারিল না। আবেগ উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সারদাও সজল চক্ষে বলিলেন,—"ঠাকুরপো, তোমার মত দেওর যেন জন্ম জন্ম পাই। ও বউ, শশী কোথায় গেল রে? একবার তাকে নিয়ে আয়।"

কুন্দ ত্বরিৎপদে উঠিয়া গেল।

সহসা ভোলানাথ লক্ষ্য করিলেন সারদার চক্ষুদু'টি যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। কুসুমকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দেখ, কি রকম হ'য়ে গেল।"

"ও বউ, শীগ্‌গীর একটু জল নিয়ে আয় রে" বলিয়াই

কুসুম ভোলানাথকে বলিলেন,—বিছানাটা ধর, নাবিয়ে ফেলি।"

"বৌদি গো" বলিয়াই যোগেশ প্রাণহীনা সারদার পদপ্রান্তে পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সমাপ্ত।